৫১০৪৪

আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৬, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪৩৩

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা







AFI Maya Declaration Commitment Award 2026 এবং AFI Gender Inclusive Finance Champion Institution স্বীকৃতি অর্জন



গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমানের সাথে AFI জেন্ডার ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স চ্যাম্পিয়ন ইন্সটিটিউশন সার্টিফিকেট হাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি দল

Port Moresby, Papua New Guinea-তে অনুষ্ঠিত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ Alliance for Financial Inclusion (AFI) Global Policy Forum (GPF) এ বাংলাদেশ ব্যাংক 'AFI Maya Declaration Commitment Award 2026' এবং 'AFI Gender Inclusive Finance Champion Institution' হিসেবে সম্মানজনক স্বীকৃতি অর্জন করে। ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে সম্মাননা দুইটি গ্রহণ করেন। AFI GPF-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি দলে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক মোঃ শরাফাত উল্লাহ খান, মিজানুর রহমান আকন, শায়েমা ইসলাম, নওশাদ মোস্তাফা, মোঃ ইকবাল মহসীন ও আবেদা রহিম।

দেশের জনসাধারণের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বনির্ধারিত বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৬ সালে Maya Declaration Commitment Award-টি অর্জন করে। জুন ২০২৬ পর্যন্ত Maya Declaration-এর আওতায় ১১১টি লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয় যার মধ্যে ৬৯টি ইতোমধ্যে সফলভাবে অর্জিত হয়েছে এবং ৪২টি বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।

এছাড়া, Gender Inclusive Finance এবং AFI-এর Denarau Action Plan এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি ও উদ্ভাবনী পদক্ষেপের মাধ্যমে নারী আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংককে 'AFI Gender Inclusive Finance Champion Institution' হিসেবে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৫ সালেও AFI-এর একই Award অর্জন করেছিল। মেক্সিকোর Riveria Maya শহরে সেপ্টেম্বর ২০১১ এ অনুষ্ঠিত AFI GPF-এ AFI-এর সদস্যসমূহ কর্তৃক সার্বজনীনভাবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে এগিয়ে নেওয়ার একটি Commitment স্বাক্ষরিত হয় এবং এর আওতায় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণের প্রক্রিয়া চালু হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে Maya Declaration Commitment-এ স্বাক্ষর করে এবং এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, ক্রেডিট গ্যারান্টি ডিপার্টমেন্ট, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, সুপারভাইজরি ডাটা ম্যানেজমেন্ট এন্ড এনালিটিক্স ডিপার্টমেন্ট,



চ্যাম্পিয়ন সার্টিফিকেট

ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট, এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট, পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের পাশাপাশি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি কর্তৃক প্রতি বছর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, AFI বিশ্বব্যাপী আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে নীতি নির্ধারণী রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। বর্তমানে বিশ্বের ৮২টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় ও আর্থিক খাতের অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাসহ ৮৯টি প্রতিষ্ঠান এ সংস্থার সদস্য। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য সদস্য হিসেবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। প্রতিবছর AFI কর্তৃক আয়োজিত GPF এ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বিশেষ অবদানের জন্য এর সদস্যদের মধ্য থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ বছর GPF এ বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, নীতি নির্ধারকবৃন্দ ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অংশীজনসহ ৭০০ জনেরও অধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সম্পাদনা পরিষদ

- উপদেষ্টা সম্পাদক
  মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন
- সম্পাদক ও প্রকাশক
  সাঈদা খানম
- বিভাগীয় সম্পাদক ও সদস্য
  মহুয়া মহসীন
  আয়েশা-ই-ফাহমিদা খাতুন
  আজিজা বেগম
- গ্রাফিক্স
  ইসাবা ফারহীন
- প্রচ্ছদ
  তারিক আজিজ

ইনোভেশন ফেয়ার ২০২৬: স্মার্ট ব্যাংকিং ও টেকসই অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ব্যাংক

BANGLADESH INNOVATION FAIR 2026
Innovate to Market

রাজধানীর নভোথিয়েটারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১২ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ ইনোভেশন ফেয়ার ২০২৬' অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি পার্টনার বা নীতি-সহযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে এই মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মেলা প্রাঙ্গণে স্টলে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা দর্শনার্থী, গবেষক ও উদ্যোক্তাদের সামনে ফিনটেক ও স্মার্ট অর্থনীতিসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানা উদ্যোগ, অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

এবারের মেলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের স্টলে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল নতুন ও তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংকের বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ। বিশেষ করে, দেশের উদীয়মান তরুণদের ব্যবসায়িক স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের 'স্টার্ট-আপ' (Start-up) ফান্ড এবং নতুন উদ্ভাবন ও নতুন ব্যবসায়ীদের সহায়তায় নেওয়া বিশেষ প্ল্যাটফর্ম 'উদ্যোগ'-এর বিস্তারিত তথ্য মেলায় তুলে ধরা হয়।

মেলায় ইন্টারঅপারেবল কিউআর কোড পেমেন্ট সিস্টেম 'বাংলা কিউআর' অত্যন্ত সফলভাবে প্রদর্শন করা হয়। নগদ টাকার ব্যবহার কমিয়ে একটি সুরক্ষিত ও ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেম গঠনে 'বাংলা কিউআর'-এর ভূমিকা মেলায় আগত প্রযুক্তিপ্রেমীদের দারুণভাবে আশাবাদী করে।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মেলায় বক্তব্য রাখছেন

মেলায় ৬০,০০০ কোটি টাকার ১৫টি লক্ষ্যভিত্তিক অর্থায়ন উদ্যোগ, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের 'উদ্যোগ (UDYOG): উপজেলা ভিত্তিক তরুণ উদ্যোক্তা অনুসন্ধান, চিহ্নিতকরণ ও অর্থায়ন কর্মসূচি' ও 'এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের তথ্য', ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের 'সুকুক (SUKUK) : নিরাপদ বিনিয়োগে নতুন সম্ভাবনা', কৃষি ঋণ বিভাগের 'বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তাবান্ধব আর্থিক সেবা, নীতি ও সুযোগসমূহ', এনএফআইএস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিটের Women Financial Inclusion Data (WFID) Dashboard দেশের প্রথম 'জেন্ডার লেন্সড' দিয়ে দেখা আর্থিক খাতের ছবি', ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের Initiatives of Information and Communication Technology Department, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের 'আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের সেবাসমূহ', পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট ১ ও ২ এর Initiatives of Payment Systems Department, গৃহায়ন তহবিল (ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ইউনিট) এর Initiatives of Grihayan Tahobil Fund ও বাংলাদেশ ব্যাংক ইনোভেশন টিম বিষয়ক তথ্য প্রদর্শন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ইনোভেশন টিম, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট এবং কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স বিভাগের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের আন্তরিক অংশগ্রহণে মেলা কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হয়।



মেলায় অংশ নেয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের স্টলে ডেপুটি গভর্নর ও পরিচালকবৃন্দ

মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, পিএসডি-২ এর পরিচালক মোঃ শরাফত উল্লাহ খান ও সাইবার সিকিউরিটি ইউনিটের চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার মোঃ আমির হোসেন পাঠান সমাপনী দিনে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান একটি প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করেন।

ইনোভেশন ফেয়ার ২০২৬-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্রিয় অংশগ্রহণ শুধু একটি প্রদর্শনীই ছিল না, বরং তা ছিল দেশের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিকে প্রযুক্তিবান্ধব ও টেকসই করার এক দৃঢ় অঙ্গীকার। দেশের অর্থনৈতিক রূপরেখা ও পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক খাতে ডিজিটালাইজেশন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি নিশ্চিত করতে এ মেলায় নিজেদের যুগান্তকারী উদ্যোগসমূহ প্রদর্শন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

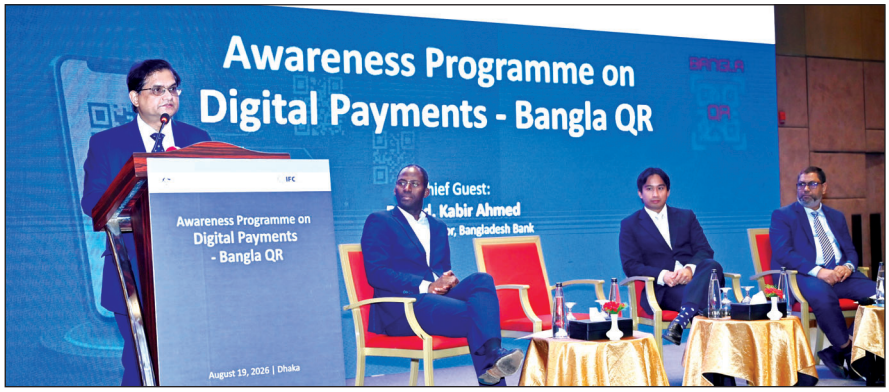
এবারের মেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) এবং ডিপিডিটি সরকারের 'ইনোভেশন টু মার্কেট' রূপকল্প সফল করতে যৌথ পলিসি পার্টনার হিসেবে কাজ করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং মেলায় আগত দর্শনার্থীরা দেশের অর্থনীতিকে ওয়ান ট্রিলিয়ন ডলারে (১ লাখ কোটি ডলার) উন্নীত করার লক্ষ্য অর্জনে আর্থিক খাতের এই আধুনিকায়ন ও উদ্ভাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।



পুরস্কার গ্রহণ করছেন পরিচালক শরাফতউল্লাহ

ইন্টারঅপারেবল 'বাংলা কিউআর' প্রসারে সচেতনতামূলক কর্মশালা

নগদবিহীন লেনদেন ব্যবস্থা জোরদার এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সহযোগী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (IFC)-এর যৌথ উদ্যোগে Bangla QR প্রসারে সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ আগস্ট ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে Awareness Programme on Digital Payments- Bangla QR শীর্ষক এক সচেতনতামূলক কর্মশালা দেশব্যাপী ক্ষুদ্র, মাঝারি ও প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনা এবং ইন্টারঅপারেবল লেনদেন সহজ করাই ছিল এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য।



সচেতনতামূলক কর্মশালায় ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ বক্তব্য রাখছেন

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মো. কবির আহমেদ। পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট-১ এর পরিচালক এ.এন.এম. মইনুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনের Second Secretary (Economic) Joshua Gacutan, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম, আইএফসি (IFC)-এর ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধি Wilfried Tamegnon, IFC Country Manager, Bangladesh। এ সময় পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট - ২ এর পরিচালক মোঃ শরাফত উল্লাহ খান, সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাসহ ব্যাংকের অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর ড. মো. কবির আহাম্মদ নগদ টাকার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশকে সম্পূর্ণ ক্যাশলেস করার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল পেমেন্ট বা 'বাংলা কিউআর' (Bangla QR) অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, সব ধরনের লেনদেন ডিজিটাল মাধ্যমে রূপান্তর করা গেলে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আনুষ্ঠানিকতা বাড়বে। এটি সরাসরি সরকারের কর-জিডিপি অনুপাত (Tax-to-GDP ratio) উন্নত করতে এবং সামষ্টিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে বড় ভূমিকা রাখবে।

সভাপতির বক্তব্যে প্রধান কার্যালয়ের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট-১ এর পরিচালক এ.এন.এম. মইনুল কবির বলেন, বাংলা কিউআর সাধারণ মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যাংকিং সেবার মূল ধারায় নিয়ে আসার একটি যুগান্তকারী মাধ্যম। দেশব্যাপী এর প্রসারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আরও জোরালো ও উদ্ভাবনী ভূমিকা রাখতে হবে। কর্মশালায় বক্তারা জানান, বাংলা কিউআর কোডের সর্বজনীন ব্যবহারের ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা (SMEs) সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছেন। একটি মাত্র কিউআর কোড ব্যবহার করে যেকোনো ব্যাংকিং অ্যাপ বা এমএফএস (বিকাশ, নগদ, রকেট ইত্যাদি) থেকে টাকা নেওয়া যাচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরাসরি মার্চেন্টের অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে। ভাঙতি টাকার ঝামেলা, জাল ও ছেঁড়া নোটের ঝুঁকি এবং নগদ টাকা বহনের অনিরাপত্তা সম্পূর্ণ দূর হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় সেশনে বাংলা কিউআর সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ পারওয়েজ আনজাম মুনির। বাংলা কিউআর এর প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহার বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক ও যুগ্ম পরিচালক জুয়েল মজুমদার।

ডিজিটাল পেমেন্টের সুরক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে কর্মশালাটি শেষ হয়। কর্মশালায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলা কিউআর-এর এই জোয়ার শুধু শহরকেন্দ্রিক নয়, বরং গ্রামীণ অর্থনীতিতেও এক বিশাল পরিবর্তন আনবে। কর্মশালায় ক্যাশলেস বাংলাদেশ ইকোসিস্টেমকে সফল করতে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে একসাথে মার্চেন্ট পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির নির্দেশনা দেয়া হয়।



গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান ৩০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের চূড়ান্ত আর্থিক বিবরণীতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর মোঃ সরোয়ার হোসেন ও মোঃ আনিসুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এসময় নির্বাহী পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম ও বহিঃনিরীক্ষকগণও উপস্থিত ছিলেন



গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান সম্প্রতি এডিবির প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করেন। এসময় ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, ড. মোঃ কবির আহাম্মদ ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন

Foreign Exchange Market (FXM) Module এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে FXM সিস্টেমটির Live operation চালু করা হয়।

Live operation চালুর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান, এফসিএমএ ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে FXM সিস্টেমটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ এবং এফআরটিএমডি-১ এর পরিচালক এ. কে. এম. রমিজুল ইসলামসহ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। গভর্নর মহোদয়ের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন ফিচার এবং রিপোর্টিং পদ্ধতি বর্ণনাপূর্বক সিস্টেমটি প্রদর্শন করেন।

সিস্টেম ব্যবহারকারীগণের সুবিধার্থে FXM (Foreign Exchange Market) এর ব্যবহারবিধি ও কার্যপ্রণালী সম্বলিত একটি Operational Guidelines প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের অবগতির লক্ষ্যে একটি সার্কুলার ইতোমধ্যে জারি করা হয়েছে।

আলোচ্য কার্যক্রমসমূহ অটোমেশনের ফলে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন রিয়েল টাইম ভিত্তিতে সম্পাদন, নির্ভুল রেফারেন্স রেট প্রস্তুত এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা ও কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যা ব্যাংকসমূহের তারল্য ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে সহজতর করবে। অন্যদিকে, রিয়েল টাইমে তথ্য প্রাপ্তির ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে বাজার তদারকি (Market Surveillance) জোরদার এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজতর হবে। সার্বিকভাবে, এ অটোমেশন অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের কার্যক্রমে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থাপনা ও নীতিনির্ধারণে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখবে।



গভর্নর কেক কেটে FXM সিস্টেমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন

নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা



কর্মশালায় অংশ নেয়া নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ডেপুটি গভর্নর ও অন্য অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এনএফআইএস এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট (এনএইউ) এর উদ্যোগে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ খুলনা জেলার রূপসা উপজেলায় সিএসএস আভা সেন্টারে আর্থিক পরিষেবা বঞ্চিত নারীদের বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং আর্থিক পরিষেবার আওতায় অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে এনএইউ এর পরিচালক শায়েমা ইসলামের সভাপতিত্বে 'নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ক' কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন এবং খুলনা অফিসের পরিচালক এস. এম. কামালুজ্জামান কামাল। এনএইউ এর অতিরিক্ত পরিচালক শাহানা ফেরদৌসীর সঞ্চালনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ হাসান হাওলাদার এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির পরিচালক মোহাম্মদ কামাল হোসেনসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রান্তিক নারীদের আর্থিক সেবার বর্তমান চিত্র, বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা এবং তা উত্তরণের বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। বক্তারা নারীদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা, ডিজিটাল আর্থিক সেবা, ই-কমার্স ও ফ্রিল্যান্সিং-এর সুযোগ বৃদ্ধি, আর্থিক সাক্ষরতা বৃদ্ধিসহ আর্থিক পরিষেবার সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, সুবিধাবঞ্চিত নারী ও স্থানীয় নারী উদ্যোক্তারা কর্মশালায় তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি সচেতনতামূলক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।কর্মশালা প্রাঙ্গনে ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রোভাইডার ও ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার মোট ১০টি আর্থিক পরিষেবা বুথ স্থাপন করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রান্তিক নারীদের সাথে নিয়ে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান বুথসমূহ পরিদর্শন করেন এবং প্রান্তিক নারীগণ বুথসমূহে আর্থিক পরিষেবা হিসাব খোলেন ও পরিষেবাসমূহ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন। ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি, এমএফএসপি, ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার প্রতিনিধি এবং আর্থিক পরিষেবা বঞ্চিত নারীসহ মোট ১২০ জন এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের সভরেন ক্রেডিট রেটিং Outlook-কে Negative হতে Stable-এ উন্নীতকরণ

আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা ক্রেডিট রেটিং সংস্থা Moody's Ratings কর্তৃক ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশের সভরেন ক্রেডিট রেটিং সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি সভরেন ক্রেডিট রেটিং B2 এবং স্বল্পমেয়াদি রেটিং Not Prime বহাল রয়েছে। তবে, দেশের সভরেন ক্রেডিট রেটিং Outlook-কে Negative হতে Stable এ উন্নীত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রতি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

Moody's Ratings-এর মূল্যায়নে বাংলাদেশের অর্থনীতির বেশ কিছু ইতিবাচক দিক উঠে এসেছে, যা নিম্নরূপ:

১. বৈদেশিক খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২৪ সালের শেষ দিকে প্রায় ২১.৪ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি ৩২.৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা প্রায় চার মাসের অধিক আমদানি ব্যয় মেটাতে সক্ষম। সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, ব্যাংকিং চ্যানেল আরও সুসংহত হওয়া, অধিকতর নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থা প্রবর্তন এই অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এর ফলস্বরূপ, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে অস্থিরতা কমে এসেছে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ সংরক্ষণে সক্ষম হয়েছে।

২. রাজনৈতিক ও নীতিগত স্থিতিশীলতা এবং সংস্কারের ধারাবাহিকতা

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা হ্রাস পেয়েছে এবং নির্বাচিত সরকার কর্তৃক একটি শক্তিশালী জনমতের ভিত্তিতে সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। IMF সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশের চলমান সম্পৃক্ততা- বৈদেশিক অর্থায়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রমের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

৩. ব্যাংকিং খাতে সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ

ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা নিরসনে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে সম্পদের গুণগত মান পর্যালোচনা (Asset Quality Review), আমানত সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, IMF-এর সহায়তায় মধ্যবর্তী সময়ের সমাধান সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং দুর্বল ব্যাংসমূহের পূর্বতন মালিকদের পুনঃঅধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিধান বাতিলকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ব্যাংকিং খাতে তারল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল এবং আমানত প্রবৃদ্ধি ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে।

৪. দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা

বাংলাদেশের বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় অর্থনীতি, অনুকূল জনমিতিক সুবিধা এবং প্রতিযোগিতামূলক তৈরি পোশাক (RMG) খাত দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। তাছাড়া, রপ্তানি খাত এখনো শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

Moody's Ratings উল্লেখ করেছে বাংলাদেশের সভরেন রেটিং Outlook স্থিতিশীল হওয়া এবং B2 রেটিং বহাল থাকা দেশের অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনা, ঋণ বহনযোগ্যতা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে একটি সুষম মূল্যায়ন। তবে রাজস্ব আয়ের সীমাবদ্ধতা, ঋণ পরিশোধের চাপ এবং ব্যাংকিং খাতের কিছু দুর্বলতা এখনো চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান।

এপিজি প্রিলিমিনারি মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্ল্যানিং (P-MEP) সম্পন্ন

এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজি) এর একটি প্রতিনিধি দল ১১-১৩ আগস্ট ২০২৬ তারিখে প্রিলিমিনারি মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্ল্যানিং (P-MEP) উপলক্ষে বাংলাদেশ সফর করে। আলোচ্য সফরে এপিজি বাংলাদেশের আসন্ন মিডচুয়াল ইভ্যালুয়েশনের প্রস্তুতি, অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ এবং দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য কিছু কার্যক্রম চিহ্নিত করার পাশাপাশি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা, উচ্চপর্যায়ের নীতিনির্ধারক, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি খাতকে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করে। এ উপলক্ষে এপিজি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আর্থিক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিএফআইইউ, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।



বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত সভায় এপিজির প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখছেন গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান

P-MEP-এর অংশ হিসেবে অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ও এপিজি প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অর্থমন্ত্রী মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং দেশের AML/CFT/CPF কাঠামো আরও শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশনের বিষয়ে তাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রস্তুতির বিষয়ে অবহিত করেন। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বাংলাদেশের প্রস্তুতির ব্যবহারিক দিকসমূহ, অধিকার ক্ষেত্র নির্ধারণ, প্রতিষ্ঠানিক দায়িত্ব এবং মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়।

আর্থিক খাতের সংস্কার ও পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপকে প্রতিনিধি দল স্বাগত জানান এবং এটি অব্যাহত রাখার সুপারিশ প্রদান করেন। তিন দিনব্যাপী কর্মসূচিতে এপিজি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ইমিডিয়েট আউটকাম (IO)-এর ওপর বিভিন্ন সভা পরিচালনা করে। সভায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, দুর্নীতি দমন কমিশন, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মসসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, কাস্টমস, সীমান্ত ও বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোকে মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়। আলোচনায় বাংলাদেশের পূর্ববর্তী মূল্যায়নের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পর্যালোচনা, পরবর্তী সময়ের অগ্রগতি বিবেচনা এবং মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশনের অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

Digital Finance, Fintech and Future of Banking in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে Digital Finance, Fintech and Future of Banking in Bangladesh শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমির এ. কে. এন. আহমেদ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এ সেমিনারে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ডিজিটাল ফাইন্যান্স ও ফিনটেকের বিদ্যমান চালচিত্র, ক্রমবর্ধমান বিকাশ, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং আগামীর ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিবিটিএর নির্বাহী পরিচালক মোঃ ওবায়েদ উল্যা চৌধুরী।



সেমিনারে প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান বক্তব্য রাখছেন

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাটা সফট সিস্টেমস বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মনজুর মাহমুদ। তিনি ডিজিটাল ফাইন্যান্স ও ফিনটেকের বর্তমান প্রবণতা, বাংলাদেশের আর্থিক খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার, ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের দ্রুত প্রসার এবং ভবিষ্যৎ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনের সম্ভাবনা বিষয়ে আলোকপাত করেন।

প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওসমান এরশাদ ফয়েজ, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আশ্রাফুল আলম, বিআইবিএম (প্রেষণ)-এর সিনিয়র ফ্যাকাল্টি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি) দেবদুলাল রায় এবং নগদ লিমিটেডের প্রশাসক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ ওবায়েদ উল্যা চৌধুরী। প্যানেল আলোচনায় বক্তারা ডিজিটাল ফাইন্যান্স ও ফিনটেকের বিকাশ, উদ্ভাবনী আর্থিক সেবা এবং ভবিষ্যৎ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রযুক্তির কার্যকর ও যথোপযুক্ত ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি 'One Person, One ID', ডেটা ব্যবস্থাপনা ও নিরাপদ ডেটা শেয়ারিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার এবং আন্তঃপরিচালনযোগ্যতা (Interoperability) নিশ্চিতকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনী সেবা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তাও বক্তারা তুলে ধরেন। পরবর্তীতে প্রশ্নোত্তর পর্বে সেমিনারের বক্তা ও প্যানেল আলোচকগণ উত্তর প্রদান করেন। সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকগণ এবং একাডেমির অনুষদ সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

উপজেলাভিত্তিক তরুণ উদ্যোক্তা অনুসন্ধান, চিহ্নিতকরণ ও অর্থায়ন কর্মসূচি

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের উপজেলা পর্যায়ের সম্ভাবনাময় তরুণ উদ্যোক্তা অনুসন্ধান ও প্রকৃত উদ্যোক্তা নির্বাচন করার মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে 'উদ্যোগ (UDYOG): উপজেলাভিত্তিক তরুণ উদ্যোক্তা অনুসন্ধান, চিহ্নিতকরণ ও অর্থায়ন কর্মসূচি' বিষয়ক সার্কুলার জারি করেছে। প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল ডিপার্টমেন্ট ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে এ সার্কুলার জারি করে। সার্কুলার বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট (www.bb.org.bd) এবং এসএমই পোর্টালে (www.bb.org.bd/smespd_portal) প্রকাশ করা হয়েছে।

কর্মসূচির আওতাভুক্ত এলাকা

সক্রিয়করণ পর্যায়ে (Activation Phase) ৮টি বিভাগের ৮টি জেলার (মানিকগঞ্জ, ফেনী, নওগাঁ, ঝিনাইদহ, ভোলা, হবিগঞ্জ, রংপুর ও নেত্রকোণা) অন্তর্গত সকল (মোট ৬৪টি) উপজেলায় কর্মসূচিটি পরিচালিত হবে।

আবেদনের সময়সীমা

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ হতে 'উদ্যোগ' কর্মসূচির আওতায় আবেদন গ্রহণ শুরু হবে এবং ১৫ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করা যাবে। নির্ধারিত সময়সীমার পর প্রাপ্ত কোনো আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

আবেদন ফরম প্রাপ্তি ও দাখিলের পদ্ধতি

বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট, এসএমই পোর্টাল এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব ওয়েবসাইট হতে আবেদন ফরমটি Downloadable Format-এ সংগ্রহ করা যাবে। যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদন ফরম সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবস্থিত যে কোনো তফসিলি ব্যাংকের শাখায় দাখিল করা যাবে। আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পূর্ব হতে হিসাব থাকা আবশ্যক নয়। আবেদন দাখিলের জন্য কোনো ফি বা খরচ প্রদান করতে হবে না।

আবেদনের যোগ্যতা

আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখে বয়স সর্বোচ্চ ২৮ বছর, এমন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং তার নিজস্ব ব্যবসায়িক উদ্যোগ/ব্যবসায়িক ধারণা অথবা নতুন ব্যবসা স্থাপনের বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা থাকতে হবে। একটি বাস্তবসম্মত ব্যবসায়িক ধারণা থাকলেই আবেদন করা যাবে। তবে ইতিপূর্বে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে, কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণখেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হলে এবং সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী এ কর্মসূচির আওতায় অর্থায়নের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

অর্থায়নের কাঠামো

নির্বাচিত উদ্যোক্তার প্রকৃত ব্যবসায়িক চাহিদা ও প্রস্তাবিত ব্যয়ের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত সমন্বিত অর্থায়নে (Blended Financing) প্রদান করা যাবে। ঋণ ও অনুদানের অনুপাত হবে ৫০:৫০; অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যাংক ঋণ এবং সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অনুদান। ঋণের বিপরীতে কোনো সহায়ক জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকেও ঋণ প্রদান করা যাবে।

উল্লেখ্য, প্রকৃত ব্যবসায়িক চাহিদা, প্রস্তাবিত ব্যয় পরিকল্পনা এবং চূড়ান্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে অর্থায়নের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। ব্যাংক কর্তৃক ঋণ ও অনুদান একই সময়ে, এককালীন এবং অনুমোদিত পরিমাণে উদ্যোক্তার ব্যাংক হিসাবে বিতরণ করা হবে; নগদে কোনো অর্থ প্রদান করা হবে না। নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অথবা কোনো পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি বলে



পরিলক্ষিত হলে বিতরণকৃত অনুদানের সমপরিমাণ অর্থ ঋণে রূপান্তরিত হবে এবং তা সরকারি পাওনা হিসেবে বিদ্যমান আইন মোতাবেক আদায়যোগ্য হবে।

অর্থায়নের পাশাপাশি অন্যান্য সেবা

কর্মসূচির পরিধি কেবল অর্থায়নেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এ কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক আবেদনকারী Financial Literacy Programme এর আওতায় আসবেন। নির্বাচিত উদ্যোক্তাগণ প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞ মেন্টরের ধারাবাহিক পরামর্শ, ব্যবসা নিবন্ধন ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ণে সহায়তা এবং বাজার সংযোগের সুযোগ পাবেন।

বিশেষ নির্দেশনা

কর্মসূচির আওতায় সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে যে কোনো পর্যায়ে কোনো প্রকার তদবির করা হলে তা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং আবেদনকারীর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। এছাড়া অসত্য তথ্য প্রদান বা অন্যের ধারণা নিজের নামে ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেলে আবেদনটি যে কোনো পর্যায়ে বাতিল এবং আবেদনকারীকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।

কৃষি ও পল্লী খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ১০ হাজার কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করেছে। স্কিমটির মেয়াদ ৮ জুন ২০২৬ তারিখ হতে তিন বছর এবং গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার ৮%। গ্রাহকগণ শস্য ও ফসল, কৃষি যন্ত্রপাতি, প্রাণী সম্পদ এবং মৎস্য খাতের পাশাপাশি গ্রামীণ/পল্লী আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে এ বিশেষ স্কিমের আওতায় ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। এ স্কিমের আওতায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ৪২টি ব্যাংকের অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদিত হয়।

স্কিমের আওতায় একজন গ্রাহকের অনুকূলে নতুন ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা শস্য-ফসল খাতে ৩০ লক্ষ টাকা, আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য পল্লী ঋণ খাতে ১৫ লক্ষ টাকা, কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ২০ লক্ষ টাকা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে এক কোটি টাকা। পাশাপাশি স্কিমটির মাধ্যমে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে শস্য ও ফসল চাষের জন্য এককভাবে জামানতবিহীন [শুধু শস্য-ফসল দায়বন্ধকরণের (Crops Hypothecation) বিপরীতে] সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ করা যাবে।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা



গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ঘোষণা করেন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ১৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করেন। একইসাথে সার্বিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির বিষয়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং নীতি প্রণয়নে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রস্তুতকৃত Web Based Agri-Credit MIS Software এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। কৃষি খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় এ খাতে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর, চিফ ইকোনোমিস্ট, নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক, কৃষি ঋণ বিভাগের কর্মকর্তা এবং তফসিলি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে পল্লী অঞ্চলে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় সামষ্টিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কৃষি খাতে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬০,০০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যা বিগত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ৩৯,০০০ কোটি টাকার তুলনায় ৫৩.৮৫% বেশি। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের জন্য ২০,৪৯৫ কোটি টাকা এবং বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য ৩৯,৫০৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

চলতি অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং যে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো হলো:

- ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ৬০ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ;
- প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য সম্পদ কর্মকর্তা ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রত্যয়ন কিংবা সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কৃষক কার্ড সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার;
- শস্য ও ফসল খাত ও পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতেও দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান এবং কৃষক দলের সদস্য সংখ্যার নির্ধারিত সীমা শিথিলকরণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ আবেদন এবং ২.৫ একর পর্যন্ত জমিতে লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নীতিমালায় বর্ণিত চার্জ ডকুমেন্টস ব্যতীত অন্য কোনো চার্জ ডকুমেন্ট গ্রহণ না করার নির্দেশনা প্রদান;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন ঋণ বিতরণ ছাড়াও সময়মতো ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগের জন্য বিশেষ করে, নারী ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য অর্থায়ন সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রচলিত জমি বা স্থাবর সম্পত্তির পরিবর্তে বিকল্প জামানত (যেমন: ব্যক্তিগত জামানত, সামাজিক জামানত ও দলগত জামানত) ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান;
- কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে পাশ বই থাকা/ইস্যুর বিষয়টি রহিতকরণ;
- কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের আওতায় ঋণ বিতরণ সহজ করার লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি গ্রহণের বিষয়টি শিথিলকরণ;
- 'বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ)' পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন;
- মৎস্য চাষ ও প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যাংকসমূহ একক বা দলবদ্ধ কৃষক/খামারের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করতে পারে বলে স্পষ্টীকরণ;
- হ্যাচারিতে মাছের পোনা উৎপাদন, হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন এবং উট পালনের বিষয়টি নীতিমালায় সংযুক্তকরণ;
- ১০ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং ৩ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালার সারসংক্ষেপ সংযুক্তকরণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং কৃষক/গ্রাহক পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্মতির ভিত্তিতে গ্রাহককে বীমা সুবিধার আওতায় আনার বিষয়টি সংযোজন;
- শিমুল মূল, অশ্বগন্ধা, মিশ্রি দানা, রোজেলা, শতমূল, গাছ আলু, ব্লুবেরি ফল এবং ডিমের খোসা দিয়ে জৈব সার উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার এবং ফসল উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি নতুনভাবে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- এছাড়া, সারাবছর ধরে কলা, পেঁপে, আম, লেবু, পেয়ারা এবং লিচু চাষের ঋণ বিতরণকাল ও ফসল কর্তনকাল নির্ধারণ এবং ফসল সংগ্রহের পর থেকেই ঋণ পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ প্রভৃতি।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ দেশের দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও টেকসই অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী খাতে যথাসময়ে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান একান্ত প্রয়োজন। দেশের কৃষিপণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি; সর্বোপরি সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়নে এ নীতিমালা ও কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

ত্রৈমাসিক মুদ্রানীতি বিবৃতি



ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মুদ্রানীতি বিবৃতি প্রকাশ করছেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি কমিটি ৩০ জুলাই ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তার ১৩তম সভায় ত্রৈমাসিকভিত্তিতে মুদ্রানীতি বিবৃতি প্রকাশ করে। এই প্রথম ত্রৈমাসিক মুদ্রানীতি বিবৃতিতে প্রকাশ করা হয়-

বর্তমান নীতিগত সিদ্ধান্ত: ১৩তম সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, এমপিসি ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তার ১৪তম সভায় নীতিসুদহার ৯.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছে। এছাড়া, স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) হার এবং স্ট্যান্ডিং ডেপুজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) হারকে ও যথাক্রমে ১১.০০ শতাংশও ৭.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছে। এভাবে, এমপিসি একটি সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং মুদ্রানীতি আবারও শিথিল করার আগে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে, মূল্যস্ফীতির অন্তর্নিহিত ঝুঁকি এখনো উল্লেখযোগ্যভাবে রয়ে গেছে, এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও মন্থর রয়েছে।

নীতিসুদহার অপরিবর্তিত রাখার কারণ: সাম্প্রতিককালে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতির হ্রাস টেকসই মূল্যহ্রাসের পর্যাপ্ত প্রমাণ দেয়না। কেননা মূল্যস্ফীতি এখনও সরবরাহ ও ব্যয়ের চাপের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে বৈশ্বিক জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধি, হরমুজ প্রণালীর অচলাবস্থা, নিয়ন্ত্রিত জ্বালানিমূল্যের সাম্প্রতিক উর্ধ্বমুখী সমন্বয় এবং জাতীয় বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের সম্ভাব্য প্রভাব এর অন্যতম কারণ। যথাযথ সময়ের আগে মুদ্রানীতি শিথিল করলে মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশা বাড়তে পারে এবং মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য মাত্রায় ফিরে আসা বিলম্বিত হতে পারে।

মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি: সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি জুন ২০২৬-এর ৯.১৬ শতাংশ থেকে আগস্ট ২০২৬-এ দশ মাসের সর্বনিম্ন ৮.২৬ শতাংশে নেমে এসেছে, যা মূলত ৭.০২ শতাংশে নেমে আসা খাদ্য মূল্যস্ফীতির প্রতিফলন। তবে, খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি উচ্চ পর্যায়েই (৯.৩২ শতাংশে) রয়ে গেছে, যা ক্রমাগত অন্তর্নিহিত মূল্যস্ফীতির চাপ নির্দেশ করে। নিয়ন্ত্রিত জ্বালানিমূল্যের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি পরিবহন ও উৎপাদন ব্যয় বাড়াতে পারে। এছাড়া, জাতীয় বেতন কাঠামোর আংশিক বাস্তবায়ন ও মূল্যস্ফীতির উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

অর্থনৈতিক কার্যকলাপ: বর্তমানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চাপের মধ্যে রয়েছে। এ অবস্থায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৪.১৪ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে, ঐ অর্থবছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২.২ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যেখানে শিল্পউৎপাদন ০.২৮ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। এই ঘটনাগুলো ইঙ্গিত দেয়যে, বার্ষিক প্রবৃদ্ধির এই প্রাক্কলন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর অন্তর্নিহিত চাপকে পুরোপুরি প্রতিফলিত নাও করতে পারে। শিল্পউৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, জ্বালানি সরবরাহ এবং বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবৃদ্ধিসহ উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সিসূচকগুলোও ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মন্থর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত করে, তবে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে সামান্য পুনরুদ্ধার দেখা গেছে। উচ্চ অর্থায়ন ব্যয়, জ্বালানি ঘাটতি, অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা ঘিরে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা প্রবৃদ্ধির গতিকে বাধাগ্রস্ত করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

পুনরুদ্ধারে সহায়তা: শুধুমাত্র মুদ্রানীতি প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্তকারী সরবরাহ-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতাগুলোকে মোকাবেলা করতে পারেনা। তাই, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বন্ধকারখানাগুলো পুনরায় চালুর জন্য ২০,০০০ কোটি টাকা সহ মোট ৬০,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ এবং কৃষি, সিএমএসএমই ও রপ্তানি বৈচিত্র্যেকরণের জন্য পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পগুলো প্রবৃদ্ধির পুনরুদ্ধারকে শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মুদ্রা ও আর্থিক পরিস্থিতি: ২০২৬ সালের ২ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়া নীতিসুদহার ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৯.৫০ শতাংশ করার পর আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা সহজ হয়েছে। বেসরকারিখাতে ঋণের দুর্বল চাহিদা, আমানতের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি এবং নতুন ঋণ প্রদানের আগ্রহ কমে যাওয়ায় আন্তঃব্যাংক সুদহার এবং সরকারি সিকিউরিটিজের ইল্ড হ্রাস পেয়েছে। তবে, ব্যাংকগুলো কর্তৃক সরকারি সিকিউরিটিজে তাদের হোল্ডিং বাড়ানো ও ইল্ড কমাতে অবদান রেখেছে। ফলে এটি ইঙ্গিত দেয় যে, নীতিসুদহার করিডোর থেকে বাজারদরে এর সঞ্চালন তুলনামূলক ভাবে দ্রুত হয়েছে। তবে, বেসরকারি খাতের ঋণ এবং প্রকৃত অর্থনীতিতে এর সঞ্চালন দুর্বল রয়ে গেছে। ২০২৬ সালের আগস্টে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৪.৭৫ শতাংশ, যা বিনিয়োগের মন্থর চাহিদা, ঋণগ্রহীতাদের উচ্চঝুঁকি এবং ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতাকে প্রতিফলিত করে। ২০২৬ সালের জুনে খেলাপি ঋণের অনুপাত ৩২.৭৮ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ব্যাংক পুনর্গঠন, শক্তিশালী সুশাসন, মূলধন পুনরুদ্ধার এবং উন্নত ঋণশৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

বাহ্যিকখাত: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাহ্যিক অর্থনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ফলে এ সময়ে ব্যালেন্স-অব-পেমেন্টসের উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ৬.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে, প্রধানত আর্থিক হিসাবে ঘাটতির কারণে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম দুইমাসে সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্য ঘাটতিতে চলে গেলে ও রেমিটেন্স প্রবাহ ১৮.৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা একটি শক্তিশালী রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া, এ সময়ে বিনিময় হার মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে, যা আমদানিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করছে।

ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিও প্রধান ঝুঁকি: বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থনীতির দ্রুত পুনরুদ্ধারের পরিবর্তে ধীরগতির পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা করছে। তবে বিশ্বব্যাংক ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে এবং আইএমএফ তাদের আগের ৪.৩ শতাংশের পূর্বাভাস সংশোধন করে ৩.৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে কমতে পারে, তবে এই হ্রাসের গতি অনেকটা অনিশ্চিত বলা চলে। এক্ষেত্রে প্রধান ঝুঁকিগুলো হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত ও হরমুজপ্রণালীতে বিঘ্নতা; বিশ্ববাজারে জ্বালানি ও সারের উচ্চমূল্য; কঠোর বৈশ্বিক মুদ্রানীতি (যার মধ্যে ফেডারেল রিজার্ভের সাম্প্রতিক নীতিসুদহার বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত); অভ্যন্তরীণ জ্বালানি ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা; রাজস্ব খাতের চাপ; জাতীয় বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন এবং ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা।

নীতি-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি: মূল্যস্ফীতি হ্রাসের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত না করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান করাই হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান নীতিগত চ্যালেঞ্জ। তাই বাংলাদেশ ব্যাংক বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখবে এবং তথ্য-উপাত্ত-ভিত্তিক কৌশল অনুসরণ করবে;এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ঋণসহায়তা, কাঠামোগত সংস্কার, আর্থিক খাতের শক্তিশালীকরণ এবং সুশৃঙ্খলভাবে বিনিময়হারের নমনীয়তা বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সামগ্রিক লক্ষ্য হলো–মূল্যস্থিতিশীলতা, বাহ্যিক খাতের ভারসাম্য এবং আর্থিক ব্যবস্থার দৃঢ়তা বজায় রেখে টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা।

৪১ হাজার কোটি টাকার তহবিলে অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান



বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে পরিচালক মোঃ আব্দুল মান্নান স্বাক্ষর করেন

দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং উৎপাদনশীল খাতকে সহায়তা করার লক্ষ্যে মোট ৬০ হাজার কোটি টাকার সমন্বিত অর্থায়ন উদ্যোগের মধ্যে তফসিলি ব্যাংকসমূহের উদ্বৃত্ত তারল্য হতে ৪১ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন অর্থায়ন প্যাকেজ গঠন করা হয়েছে।

এ অর্থ বন্ধ শিল্প ও সেবা খাতে প্রাক-অর্থায়ন, সিএমএসএমই খাতের উন্নয়ন, কৃষিপণ্য উৎপাদন ও পল্লী অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং উত্তরবঙ্গে কৃষি হাব গঠনে ব্যবহৃত হবে।

এই ৪১ হাজার কোটি টাকার তহবিলকে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে:

- বন্ধ শিল্প ও সেবা খাত সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন স্কিমের আওতায় ২০ হাজার কোটি টাকা;
- সিএমএসএমই খাতে চলিত মূলধন পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় ৫ হাজার কোটি টাকা;
- রপ্তানি বহুমুখীকরণ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৩ হাজার কোটি টাকা;
- দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের ১০ হাজার কোটি টাকা; এবং
- দেশের উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক বিশেষ অর্থনৈতিক কেন্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম নির্ধারণ করা হয়েছে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ ও মোঃ সরোয়ার হোসেন, নির্বাহী পরিচালক মোঃ এনামুল করিম খান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রাথমিকভাবে সাতটি ব্যাংক (সোনালী ব্যাংক পিএলসি, ব্যাংক এশিয়া পিএলসি, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি, সিটি ব্যাংক পিএলসি, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসি, পূবালী ব্যাংক পিএলসি ও ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ২০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে সুপারভাইজরি ডেটা ম্যানেজমেন্ট এন্ড এনালিটিক্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক মোঃ আবদুল মান্নান এবং ব্যাংকসমূহের পক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ আলোচ্য তহবিলের গুরুত্ব ও এর নানামুখী ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

ব্যাংকগুলোর উদ্বৃত্ত তারল্য হতে ৪১ হাজার কোটি টাকার আলোচ্য তহবিল উৎপাদনশীল ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে প্রবাহিত করার পাশাপাশি প্রাক-অর্থায়ন ও পুনঃঅর্থায়নের মাধ্যমে তুলনামূলক সাশ্রয়ী অর্থায়ন নিশ্চিত করাই এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

পরিচালক পদে পদোন্নতি



বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর ১১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। হুমায়ূন কবীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগ হতে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ডিপার্টমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ থেকে ২০১৭ সালে এমডিএস সম্পন্ন করেন। তিনি ইন্সটিটিউট অব ব্যাংকার্স (আইবিবি) হতে জেএআইবিবি এবং এআইবিবি সম্পন্ন করেন। তিনি ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ২৩ বছরের কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ও ব্যাংক সুপারভিশন ডিপার্টমেন্টে দায়িত্ব পালন করেছেন। দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার লস্করপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান।



বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক আমাতুর রাব ১১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছেন। আমাতুর রাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগ হতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন।

সুদীর্ঘ ২৩ বছরের কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ফরেন এক্সচেঞ্জ ইনভেস্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি ও ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টে দায়িত্ব পালন করেছেন। দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেন



বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব এ.বি.এম. আনিসুজ্জামান ৩১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এ.বি.এম. আনিসুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ হতে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন।

সুদীর্ঘ ২৩ বছরের কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ, CBSP cell, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট ও বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে দায়িত্ব পালন করেছেন। দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার বাথানগাছি নামক গ্রামের একটি সভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।



বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ মনির উজ্জামান ৩১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হতে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০০৩ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ২৩ বছরের কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ ও সচিব বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ও সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার আন্ধারমানিক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান।

সিলেট অফিস

আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠান-২০২৬ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ ঢাকার বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট সাবকমিটির উদ্যোগে ৩০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উত্তীর্ণ সন্তানদের মধ্যে আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠান-২০২৬ অফিসের প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত হয়। অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক (ক্যাশ) ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ ঢাকার সিলেট সাবকমিটির সভাপতি মলয় কান্তি পালের সভাপতিত্বে এই বৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, নির্বাহী পরিচালক খালেদ আহমদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান ও আবদুস সালাম মাহমুদ। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ ঢাকার চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ এইচএসসি-২০২৫ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ শাদমান আহমেদ ইফাজ (পিতা-মোঃ ছালেহ আহমদ), সাগ্নিক তালুকদার (পিতা-সুব্রত তালুকদার) ও চৌধুরী হাসিন ইয়াসার আহমেদ (পিতা- জাবেদ আহমেদ) এবং এসএসসি- ২০২৫ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ নুজহাত জাহান রুজি (পিতা- আব্দুল ওয়াদুদ মোঃ আলমগীর) , আমান হোসেন হানি (পিতা-ইসমাইল হোসেন), দারিমী চৌধুরী (পিতা-মোঃ গোলাম মাহমুদ চৌধুরী) ও সুকন্যা দাস স্নেহা (পিতা-শিউলি রাণী দাস) এর হাতে বৃত্তির অর্থ তুলে দেন।

চট্টগ্রাম অফিস

প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে মতবিনিময় সভা

চট্টগ্রামে বেসরকারি খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত ৬০,০০০ কোটি টাকার অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্যাকেজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের আয়োজনে ৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ এবং নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া। সভায় অংশীজনদের মধ্যে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন বণিক সমিতি, চেম্বার প্রতিনিধি, উদ্যোক্তা প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, তফসিলি ব্যাংকসমূহের আঞ্চলিক প্রধানগণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় ও চট্টগ্রাম অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মোট ১৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।



মতবিনিময় সভায় গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান বক্তব্য রাখছেন

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান ব্যাংকিং সেক্টরে বাহ্যিক/রাজনৈতিক প্রভাব দূরীকরণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ (Toxic asset) হ্রাস করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক ঘোষিত নীতি সহায়তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংক খাতের ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ ও খেলাপি ঋণ দ্রুত নিষ্পন্ন করতে ব্যাংকার ও ব্যবসায়ী মহলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। খেলাপি ঋণের হার কমানোর লক্ষ্যে Distressed Asset Management Act ও ছয় মাসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির বিধান রেখে অর্থ ঋণ আদালত আইন সংশোধনের কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে বলে অবহিত করেন। ভবিষ্যতে ব্যাংক খাতে সংঘটিত অনিয়মের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হবে বলে গভর্নর ব্যাংকসমূহকে সতর্ক করেন। গভর্নর আরও জানান, কটেজ, মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ইতোমধ্যে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম গঠন করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা উল্লেখ করে খুব দ্রুত পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সামগ্রিকভাবে চট্টগ্রামের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জামানতবিহীন/স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের বিষয়টি বাস্তবায়িত হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন। এছাড়াও গভর্নর অনাদায়ী ঋণ আদায়/সমন্বয়ে বিশেষ এক্সিট সংক্রান্ত নীতিমালার কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন এবং উল্লেখ করেন যে, ডিসেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে কোনো প্রকার টক্সিক এসেট কোনো ব্যাংকের ব্যালেন্স শিটে থাকবে না এবং যদি এরূপ কোন অনিষ্পন্ন কেইস থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক স্ব-উদ্যোগে তার সমাধান করবে বলে সতর্ক করেন। তদুপরি বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ পলিসি সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠু ও অধিকতর তথ্য প্রদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি শীর্ষক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং রেগুলেশন এন্ড পলিসি ডিপার্টমেন্ট-১ এর অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন তপাদার। নিবন্ধে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধীরগতি, খেলাপি ঋণের উচ্চ হার, বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা, শিল্প উৎপাদন হ্রাস, বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং একমুখী রপ্তানি নির্ভরতার কারণে যে অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা বিরাজ করছে, তা হতে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত ৬০,০০০ কোটি টাকার অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্যাকেজের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। নিবন্ধে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১২টি সম্ভাবনাময় খাত, জেলাভিত্তিক সম্ভাবনাময় পণ্য এবং সারা দেশব্যাপী গৃহীত 'এক গ্রাম এক পণ্য' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় উৎপাদিত বিশেষ পণ্যগুলোকে সঠিক প্রচারণার মাধ্যমে প্রসারিত করতে পারলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

সংশ্লিষ্ট উপস্থাপনার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক মোঃ নুরুল আলম ও অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ সালেহ ইমতিয়াজের সঞ্চালনায় একটি প্রশ্নোত্তর ও মতবিনিময় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সমাপনী বক্তব্যে মোঃ হানিফ মিয়া দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে চট্টগ্রাম অঞ্চলের সম্ভাবনার বিষয়টি তুলে ধরে প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের সফল বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সরকার, আর্থিক খাত এবং উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী মহলকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য লেখা আহ্বান



বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প এবং ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নিবন্ধ ১০০০-১২০০, ভ্রমণ ১০০০-১২০০ ও গল্প ৭০০-১০০০ শব্দসীমার মধ্যে চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা: পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০। এছাড়া ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানা: aziza.begum@bb.org.bd

সিলেট অফিস

গভর্নরের মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসে ৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখ গভর্নরের চট্টগ্রাম অফিসে আগমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ এবং নির্বাহী পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া।



মতবিনিময় সভায় গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান বক্তব্য রাখেন। এসময় ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ ও নির্বাহী পরিচালক মোঃ হানিফ মিয়া উপস্থিত ছিলেন

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর আলোকপাত করেন এবং সুসংহত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনে সকলকে অধিকতর মনোযোগী ও দায়িত্বশীল হওয়ার তাগিদ দেন। তিনি কাজের গুণগত মান বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে গভর্নর বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশ্নের উত্তর দেন। সভাপতি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপনী ঘোষণা করেন।

সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সংগঠনের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করা হয়। কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সুপারভাইজার মোঃ আমিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যুগ্ম পরিচালক (ক্যাশ) সানু মজুমদার, বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মনিরুল হায়দার বক্তব্য প্রদান করেন।

সভা শেষে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে একটি গাছের চারা রোপণ করেন। এছাড়া তারা বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

রংপুর অফিস

শাখা অফিসে সংযুক্তি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ



প্রধান অতিথি রংপুর অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালাহ উদ্দীন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী (উপসহকারী পরিচালক) বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসে ২-৬ আগস্ট ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত শাখা সংযুক্তি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য রংপুর অফিসের সার্বিক কার্যক্রমের ওভারভিউ, ব্যাংকিং বিভাগের কার্যক্রম, ব্যাংক পরিদর্শন ও কৃষি ঋণের উপর চারটি সেশনের আয়োজন করা হয়। এসব সেশনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীরা সরেজমিনে অফিস পরিদর্শন করেন এবং অফিসের বিভিন্ন বিভাগের কাজের উপর বাস্তব ধারণা লাভ করেন।

ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফর ব্যাংকস শীর্ষক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসে রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ৯-১৩ আগস্ট ২০২৬ তারিখ মেয়াদে ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফর ব্যাংক্স শীর্ষক বহিঃপ্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালাহ উদ্দীন। বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের শাখা প্রধানগণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসের আওতাধীন তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ৩৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।



প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালাহ উদ্দীন প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

রাজশাহী অফিস

বদলি উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন এর প্রধান কার্যালয়ে বদলি উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর উদ্যোগে ১০ আগস্ট ২০২৬ তারিখ সভাকক্ষে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মোঃ নাজিম উদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক ড. মোঃ ইসমাইল হোসেন। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথি নির্বাহী পরিচালক (গ্রেড-১) মোঃ আমজাদ হোসেন খাঁন এর রাজশাহী অফিসে কর্ম ও অবদানের উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। দেশের উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক বিশেষ অর্থনৈতিক কেন্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্প্রতি তিন হাজার কোটি টাকার রি-ফাইন্যান্স স্কিম চালু করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনে তিনি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে



বিদায়ী অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা, ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়

সভায় উল্লেখ করা হয়। বিদায়ী অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং কর্মক্ষেত্রে নিয়ম-শৃংঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সবার প্রতি আহবান জানান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিসহ সকল পর্যায়ের সহকর্মী ও অফিসের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ বিদায়ী অতিথিকে ফুল, ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী প্রদান করেন।

খুলনা অফিস

ক্যাশলেস বাংলাদেশ বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত



বাংলা QR বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রধান অতিথি ও অন্য অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসে গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ঝিনাইদহে বাংলা QR প্রমোট ও ক্যাশলেস বাংলাদেশ বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি, ঝিনাইদহ শাখার উদ্যোগে ঝিনাইদহের একাডেমির মিলনায়তনে বাংলা QR সম্প্রসারণ বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক জনাব শামসুল আরেফীন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুফিয়া আক্তার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক বলেন, ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা আরও সহজ ও নিরাপদ করতে বাংলা QR একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। একটি QR Code স্ক্যান করে বিভিন্ন ব্যাংক ও এমএফএস চ্যানেলে লেনদেন করা যায়। ডিজিটাল লেনদেন বাড়ালে অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ হতে পারে। সভায় ঝিনাইদহ জেলার দোকানদার, ব্যবসায়ী, ব্যাংকের গ্রাহক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানের মাঝে প্রশ্নোত্তর পর্বে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাংলা কিউআর বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে খুলনা অফিসের Bangla QR Implementation Unit এর অতিরিক্ত পরিচালকসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী অফিস

বাংলা কিউআর বিষয়ক কর্মশালা



কর্মশালায় নির্বাহী পরিচালক মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের সহযোগিতায় 'বাংলা কিউআর' বিষয়ক ২০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে রাজশাহী অফিসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে লিড ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ব্র্যাক ব্যাংক, পিএলসি।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার, বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্র্যাক ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এসএমই ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান সৈয়দ আবদুল মোমেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান কার্যালয়ের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট-১-এর পরিচালক এ.এন.এম মইনুল কবির। এছাড়া, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অফিসের পরিচালক মোঃ নাজিম উদ্দিন, ড. মোঃ ইসমাইল হোসেন, পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট-১-এর অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ পারওয়েজ আনজাম মুনির ও মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন, যুগ্ম পরিচালক জুয়েল মজুমদারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রধান অতিথি রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার স্বচ্ছ ও নিরাপদ লেনদেন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ক্যাশলেস অর্থনীতির প্রসারে বাংলা কিউআর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একটি কিউআর কোড ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যাংক ও অ্যাপের মাধ্যমে লেনদেনের সুযোগ থাকায় এ ব্যবস্থা গ্রাহক ও ব্যবসায়ী উভয়ের জন্য লেনদেনকে সহজ ও নির্বিঘ্ন করবে।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্যে রাজশাহী অফিসের পরিচালক মোঃ নাজিম উদ্দিন বলেন, বাংলা কিউআর ক্যাশলেস অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা গ্রাহক ও ব্যবসায়ী উভয়ের জন্য লেনদেনকে আরও সহজ, নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করে তুলবে। এ সময় কাগজের টাকার ওপর নির্ভরতা কমানো এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের আধুনিক ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় আনতে দ্রুত বাংলা কিউআর ব্যবহারের আহ্বান জানানো হয়। কর্মশালায় স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বাংলা কিউআর ভিত্তিক ক্যাশলেস লেনদেন বিষয়ে হাতে-কলমে ধারণা দেয়া হয়।

খুলনা অফিস

বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ক্যাশলেস ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের পেমেন্ট সিস্টেমস বিভাগ-১ এর আয়োজনে ৩০ আগস্ট ২০২৬ তারিখ খুলনায় Bangla QR লেনদেন বিষয়ক একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। সিটি ব্যাংক পিএলসি, লিড ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শামসুল আরেফীন। উপস্থিত ছিলেন এ.এন.এম. মঈনুল কবীর, পরিচালক, পিএসডি-১, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; এস.এম. কামালুজ্জামান কামাল, পরিচালক ও মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্যা ও গাজী আজিজুর রহমান, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিটি ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। পিএসডি-১ এর দু'জন অতিরিক্ত পরিচালক অনুষ্ঠানে মূল উপস্থাপনা ও প্রশ্নোত্তর সেশনে অংশ নেন। এ সময় খুলনা অফিসের Bangla QR Implementation Unit এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় Bangla QR ব্যবহারের পদ্ধতি, সুবিধা ও নিরাপদ ডিজিটাল লেনদেন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক শামসুল আরেফিন বলেন, Bangla QR চালু হলে গ্রাহক এবং ব্যবসায়ীগণ সহজে ডিজিটাল পেমেন্ট আদান-প্রদান সম্পন্ন করতে পারবেন। প্রধান কার্যালয়ের পিএসডি-১ এর পরিচালক এ.এন.এম. মঈনুল কবীরের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে ওয়ার্কশপের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



কর্মশালায় নির্বাহী পরিচালক শামসুল আরেফীন বক্তব্য রাখছেন



ক্যাশলেস বাংলাদেশ গঠনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সময়োপযোগী একটি উদ্যোগ হলো বাংলা কিউআর। বাংলা কিউআর চালুর মূল উদ্দেশ্য হলো ডিজিটাল পেমেন্টকে আরও সহজ, সাশ্রয়ী এবং সবার জন্য উন্মুক্ত করা। এ বিষয়টি নিয়ে পডকাস্টের এবারের অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট-২ এর পরিচালক মোঃ শরাফত উল্ল্যাহ খান। এ আয়োজনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন ডিসিপির উপপরিচালক গোলাম রাব্বী। পডকাস্টের মূল আলোচনা পরিক্রমার পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো।



প্রশ্ন ১:

বাংলা কিউআর চালুর পেছনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন। নগদ টাকার লেনদেন ব্যবস্থা থেকে ক্যাশলেস বাংলাদেশ গঠনে এই বাংলা কিউআরের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলুন

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, Bangla QR হলো বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত একটি আন্তঃপরিচালনযোগ্য বা ইন্টারঅপারেবল জাতীয় কিউআর কোডভিত্তিক ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা, যার মূলনীতি হলো এক দেশ, এক কিউআর। এর মূল কাঠামোটি হলো, একজন বিক্রেতা বা সেবাদাতা একটিমাত্র স্ট্যান্ডার্ড QR কোড প্রদর্শন করবেন, আর ক্রেতা তার পছন্দমতো যেকোনো ব্যাংক, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারের অ্যাপ ব্যবহার করে সেই কোডটি স্ক্যান করে তাৎক্ষণিকভাবে পেমেন্ট করতে পারবেন।

বাংলা কিউআর চালুর মূল উদ্দেশ্য ছিল ডিজিটাল পেমেন্টকে আরও সহজ, সাশ্রয়ী এবং সবার জন্য উন্মুক্ত করা। বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং, ব্যাংকিং অ্যাপ এবং ডিজিটাল পেমেন্টের ব্যবহার দ্রুত বাড়লেও আগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব QR কোড থাকায় ইন্টারঅপারেবিলিটির অভাব ছিল। ফলে একজন গ্রাহক সব জায়গায় নিজের পছন্দের অ্যাপ দিয়ে অর্থ পরিশোধ করতে পারতেন না। অপরদিকে আগে একজন দোকানদারকে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা QR কোড রাখতে হতো। এই সীমাবদ্ধতা দূর করতেই বাংলাদেশ ব্যাংক Bangla QR চালু করেছে। বর্তমানে একটি মাত্র Bangla QR কোডই সবার জন্য যথেষ্ট।

এই উদ্যোগের ফলে আরো দুইটি বাস্তব সমস্যার সমাধান হবে:

১) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যয়বহুল POS মেশিনের পরিবর্তে সাশ্রয়ী Bangla QR এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ব্যবসায়ীদের ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে;

২) Bangla QR কোডের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট হলে নগদ অর্থের ব্যবহার হ্রাস পাবে। ফলে জাল টাকার ঝুঁকি এবং খুচরা টাকার ঝামেলা থাকবে না। অপরদিকে নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনার উচ্চ ব্যয় যেমন: প্রিন্টিং, পরিবহন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট ব্যয় হ্রাস পাবে;

ক্যাশলেস বাংলাদেশ গঠনে বাংলা কিউআরের ভূমিকা সত্যিকার অর্থে বৈপ্লবিক, কারণ এটি প্রথমবারের মতো দেশের সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসছে। ভারত, চীন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ার মতো দেশসমূহে একক সমন্বিত QR কোড ব্যবহারের সফল অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এরূপ জাতীয় QR কোডভিত্তিক লেনদেন ব্যয় কমিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ব্যাপকভাবে ত্বরান্বিত করতে পারে। সুতরাং Bangla QR কোডভিত্তিক ডিজিটাল লেনদেন সম্প্রসারণের মাধ্যমে নগদ অর্থ ব্যবস্থাপনার ব্যয় হ্রাস পাবে, লেনদেনে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছানো সহজতর হবে। তাই, বাংলাদেশ ব্যাংকের সামগ্রিক লক্ষ্য হলো ২০২৭ সালের মধ্যে দেশের মোট লেনদেনের ৭৫ শতাংশ ডিজিটাল বা ক্যাশলেস মাধ্যমে সম্পন্ন করা এবং বাংলা কিউআর এই লক্ষ্য অর্জনের কেন্দ্রীয় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

প্রশ্ন ২:

ইন্টারঅপারেবিলিটি সুবিধাটা কীভাবে কাজ করছে এবং এটি সাধারণ গ্রাহক ও ব্যবসায়ীদের লেনদেনের অভিজ্ঞতাকে কতটা সহজ করে তুলেছে?

একটি সাধারণ দোকানের কাউন্টারে গেলে দেখা যেত বিকাশ, নগদ, রকেট, কিংবা বিভিন্ন ব্যাংকের ৩-৪টি আলাদা আলাদা কিউআর কোডের স্টিকার সাঁটানো, আর ক্রেতাকে খুঁজে বের করতে হতো তার নিজের অ্যাপের সঙ্গে মিলে যায় এমন কোডটি। এই সমস্যার সমাধানই বাংলা কিউআরের সবচেয়ে বড় শক্তি, আর সেটি হলো ইন্টারঅপারেবিলিটি বা আন্তঃপরিচালনযোগ্যতা।

প্রযুক্তিগতভাবে এটি কাজ করে ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশের মাধ্যমে, যা একটি কেন্দ্রীয় স্যুইচ হিসেবে কাজ করে। যখন একজন গ্রাহক তার পছন্দের ব্যাংক অ্যাপ, এমএফএস অ্যাপ বা কার্ড দিয়ে দোকানে প্রদর্শিত বাংলা কিউআর কোডটি স্ক্যান করেন, তখন লেনদেনের তথ্য এনপিএসবি-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর ব্যাংক বা এমএফএস-এ প্রেরিত হয়, উক্ত প্রতিষ্ঠানটি প্রেরিত তথ্যাদি যাচাই করে সরাসরি ব্যবসায়ীর নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ জমা করে। ফলে ব্যবসায়ীকে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সাথে পৃথক পৃথক চুক্তি বা একাধিক কোড রাখার প্রয়োজন হয় না; একটি মাত্র কিউআর কোডই যথেষ্ট। এই ব্যবস্থার ব্যবহারিক সুফল আমি দুই স্তরে ভাগ করে বলতে চাই:

- প্রথমত, ব্যবসায়ীর দৃষ্টিকোণ থেকে; কাউন্টারে একাধিক স্টিকারের বিশৃঙ্খলা দূর হয়েছে, নগদ টাকা বহন ও সংরক্ষণের ঝুঁকি কমেছে, ভাংতি টাকার সংকট নিরসন হয়েছে এবং দিনশেষে হিসাব মেলানোর ঝক্কিও অনেকাংশে সহজ হয়েছে।
- দ্বিতীয়ত, গ্রাহকের দৃষ্টিকোণ থেকে; নিজের পরিচিত ও বিশ্বস্ত অ্যাপ ব্যবহার করে নির্ভুল ও নির্দিষ্ট বিলের অঙ্ক পরিশোধের সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা আগে একাধিক কিউআর কোডের মধ্যে বিভ্রান্তির কারণে ভুল বা আনুমানিক পরিমাণ পরিশোধের যে ঝুঁকি ছিল, তা দূর করেছে।

এই আন্তঃচালনাযোগ্যতার বাস্তবিক গ্রহণযোগ্যতা পরিসংখ্যানেও স্পষ্ট। ইতোমধ্যে দেশে ২৪ লাখেরও বেশি মার্চেন্ট তাদের পূর্ববর্তী প্রোপ্রাইটরি বা নিজস্ব কিউআর কোড বাংলা কিউআরে রূপান্তর করেছেন। একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের সব কিউআর কোড ইতোমধ্যে বাংলা কিউআরে রূপান্তরিত করেছে এবং চলতি বছরের মধ্যে কিউআর কোডের মাধ্যমে অনবোর্ডকৃত ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। এই প্রবণতা প্রমাণ করে যে, একবার একটি অভিন্ন, নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনস্বীকৃত মান তৈরি হলে বাজার নিজে থেকেই দ্রুত তার দিকে ধাবিত হয়। সার্বিকভাবে বলা যায়, ইন্টারঅপারেবিলিটি শুধু একটি প্রযুক্তিগত সুবিধা নয়; এটি লেনদেনের অভিজ্ঞতাকে মৌলিকভাবে সরলীকরণ করে ডিজিটাল অর্থনীতিতে মানুষের আস্থা তৈরির একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

প্রশ্ন ৩:

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে যেমন ভারতের Unified Payments Interface (UPI) বা সিঙ্গাপুরের PayNow-তে Person-to-Person (P2P), Business-to-Business (B2B) কিংবা সচল Dynamic/Personal QR (PQR) সার্ভিস ব্যাপক জনপ্রিয়। আমাদের দেশে বাংলা কিউআরের মাধ্যমে এই P2P, B2B বা পার্সোনাল কিউআর লেনদেন পূর্ণাঙ্গভাবে কবে নাগাদ চালু হচ্ছে, এক্ষেত্রে পরিকল্পনা কি এবং এটি করা গেলে সাধারণ মানুষ কীভাবে উপকৃত হবেন?

এই প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ বর্তমানে চালুকৃত বাংলা কিউআর মূলত একটি মার্চেন্ট-প্রেজেন্টেড মডেলে পরিচালিত হচ্ছে–অর্থাৎ এটি মূলত পারসন-টু-মার্চেন্ট বা P2M লেনদেনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে বিক্রেতা কোড প্রদর্শন করেন এবং ক্রেতা তা স্ক্যান করে মূল্য পরিশোধ করেন।

আপনি যে ভারতের ইউপিআই বা সিঙ্গাপুরের পে-নাউয়ের কথা বললেন, সেখানে P2P অর্থাৎ

ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তি, B2B অর্থাৎ ব্যবসায়ী থেকে ব্যবসায়ী এবং ডাইনামিক পার্সোনাল কিউআর সেবা এখন দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ব্যাংক ১লা নভেম্বর ২০২৫ থেকে এনপিএসবি-এর মাধ্যমে ব্যাংক, এমএফএস ও পিএসপি ওয়ালেটসমূহের মধ্যে আন্তঃলেনদেন তথা P2P ও B2B লেনদেনের প্রচলন করেছে। এ প্ল্যাটফর্মে এখন দৈনিক ১ থেকে ১.৫০ লক্ষ এরূপ লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে। বর্তমানে একজন গ্রাহক তার নিজ ব্যাংকিং বা এমএফএস-এর অ্যাপ ব্যবহার করে অন্য যে কোনো ব্যাংক বা এমএফএস ওয়ালেটে অর্থ প্রেরণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

এরূপ P2P লেনদেনে বাংলা কিউআর কোড ব্যবহার করা হলে গ্রাহককে আর কষ্ট করে সুবিধাভোগী প্রাপকের তথ্য যেমন: প্রাপকের নাম, একাউন্ট নম্বর, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম আলাদা করে টাইপ করতে হবে না। এক্ষেত্রে প্রাপক নিজেই তার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাপ থেকে নিজস্ব তথ্য সংবলিত বাংলা কিউআর কোড জেনারেট করবে এবং প্রেরককে মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শেয়ার করবে। প্রেরক উক্ত কিউআর কোডটি তার নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাপে আপলোড বা স্ক্যান করে P2P লেনদেন সম্পন্ন করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বাংলা কিউআরে অধিকতর নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে P2P লেনদেনের সম্পাদনের সকল প্রস্তুতি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে এবং একাধিক প্রতিষ্ঠানের এ সংশ্লিষ্ট পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায়, আমরা দ্রুততম সময়ে বাংলা কিউআরের মাধ্যমে P2P লেনদেন চালু করতে পারবো। এটি বাস্তবায়িত হলে এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। সাধারণ মানুষ সহজে নির্ভুলভাবে বন্ধু-স্বজন বা ছোট ব্যবসায়িক অংশীদারদের মধ্যে তাৎক্ষণিক বাংলা কিউআরের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করতে পারবেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে পণ্য সরবরাহ চেইনের ডিলার ও ডিসট্রিবিউটরদের মধ্যকার লেনদেনও আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার আওতায় আসবে; যা প্রান্তিক পর্যায়ের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও ব্যবসায়িক স্বচ্ছতায় একটি বড় অবদান রাখবে।

প্রশ্ন ৪:

Merchant Discount Rate যা মার্চেন্ট চার্জ বলেই পরিচিত- অনেক ছোট ও মাঝারির দোকানদার বা মার্চেন্ট বাংলা কিউআর ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন অতিরিক্ত MDR বা মার্চেন্ট চার্জের কারণে। মার্চেন্ট চার্জ কমানো বা সহনীয় পর্যায়ে রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কী ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে?

এমডিআর নিয়ে উদ্বেগটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক এবং এটি বর্তমানে বাংলা কিউআর নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়গুলোর একটি। প্রথমে একটু প্রেক্ষাপট বলি। ২০২৫ সালে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা কিউআর চালুর প্রাথমিক পর্যায়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নানাবিধ খরচ যেমন: ফান্ড সংগ্রহের ব্যয়, এমএফএস-দের ক্ষেত্রে ক্যাশ-ইনে ব্যয়িত এজেন্ট কমিশন, এসএমএস খরচসহ অন্যান্য অপারেশনাল ব্যয় বিবেচনায় সর্বোচ্চ MDR বা মার্চেন্ট চার্জ ১.১৫% নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এ বছর ১ জুলাইয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা হ্রাসে এ ঊর্ধ্বসীমার পাশাপাশি সর্বনিম্ন ১ শতাংশ হার বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ১,০০০ টাকার লেনদেনে একজন ব্যবসায়ীকে ব্যাংক বা এমএফএসকে ন্যূনতম ১০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। ডিজিটাল লেনদেন ব্যবসায়ীদের অর্থ ব্যবস্থাপনা সহজ ও ব্যয়সাশ্রয়ী করবে বিধায় এরূপ লেনদেনের খরচ ব্যবসায়ীগণকেই বহন করতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সুস্পষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী, এই চার্জ কোনোভাবেই গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় করা যাবে না। অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণভাবে মার্চেন্টের পরিশোধযোগ্য দায় এবং গ্রাহকের জন্য বাংলা কিউআর পেমেন্ট সম্পূর্ণ বিনামূল্যের সেবা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো, মাঠপর্যায়ে অনেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ব্যবসায়ীগণ কিউআর পেমেন্টের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের নিকট থেকে ১ থেকে ২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তি চার্জ দাবি করার অভিযোগ রয়েছে, যা নীতিমালা লঙ্ঘনের একটি বাস্তব ঝুঁকি নির্দেশ করে এবং এক্ষেত্রে তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন।

পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল, ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশেই কিউআর কোডভিত্তিক লেনদেনে ব্যবসায়ীদের খরচ শূন্য বা খুবই নগণ্য। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশে লেনদেনের একটি বড় অংশ সম্পাদিত হয় এমএফএস যেমন: নগদ, বিকাশ, রকেট ইত্যাদির মাধ্যমে। আপনারা জানেন যে, এসব এমএফএস ওয়ালেটে এজেন্টের মাধ্যমে ক্যাশ-ইনে গ্রাহককে কোন ব্যয় বহন করতে হয় না, যদিও সংশ্লিষ্ট অপারেটরকে ক্যাশ-ইন লেনদেনের জন্য এজেন্ট ও ডিস্ট্রিবিউটর কমিশন এবং এসএমএস খরচ বহন করতে হয়। পরবর্তীতে ক্যাশ-আউটের সময় অপারেটর গ্রাহক থেকে ক্যাশ-ইন ও ক্যাশ-আউট সংশ্লিষ্ট খরচসমূহ আদায় করে থাকে। অপরদিকে ভারতসহ অন্য দেশসমূহে নন-ব্যাংকিং ওয়ালেটে ব্যাংক হিসাব হতে বিনা খরচে ক্যাশ-ইন করা হয়। সেসব দেশে সাধারণ কোন এজেন্ট নেটওয়ার্ক নেই। এমএফএসদের এজেন্ট নেটওয়ার্কের ফলে জনসাধারণ সহজেই টাকা ক্যাশ ইন, ক্যাশ আউট করতে পারলে, এজেন্টদের কমিশন সর্বোপরি তাদেরকেই বহন করতে হয়, যা MDR বা মার্চেন্ট চার্জ হ্রাসেও প্রধান অন্তরায়।

তবে, কিউআরভিত্তিক লেনদেন ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝে জনপ্রিয় করার জন্য মার্চেন্ট চার্জ হ্রাস করা আবশ্যক। মার্চেন্ট চার্জের বোঝা লাঘবের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিজিটাল লেনদেনসমূহের প্রকৃত খরচ যাচাই করছে। এ চার্জকে শূন্যের কাছাকাছি নামিয়ে আনার অংশীদারদের সাথে আলোচনা চলমান রয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষুদ্র মার্চেন্টের চার্জে ভর্তুকি দিতে তহবিল গঠনের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে।

প্রশ্ন ৬:

বর্তমানে Bangla QR দিয়ে মূলত কেনাকাটার বিল দেওয়া যাচ্ছে। তবে সাধারণ মানুষ জানতে চায়–Bangla QR স্ক্যান করে যেকোনো টেলিকম অপারেটরের মোবাইল রিচার্জ করা বা বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানির বিল দেওয়ার মতো সেবাগুলো আরও সহজভাবে কবে থেকে বা কীভাবে পাওয়া যাবে? এ নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফিউচার প্ল্যান কী?

এই প্রশ্নটি আসলে বাংলা কিউআরের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে। বর্তমানে বাংলা কিউআর ব্যবহার খুচরা কেনাকাটা ও মার্চেন্ট পেমেন্টে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ দোকানে গিয়ে পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধেই এটি বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এটি শুধু একটি প্রাথমিক ধাপ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো এই প্ল্যাটফর্মকে একটি সর্বজনীন ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামোতে রূপান্তরিত করা।

ইতোমধ্যে বেশ কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের মার্চেন্টের অনলাইন পেজে পেমেন্টে এবং ইউটিলিটি বিল পরিশোধে বাংলা কিউআর প্রচলন করেছে। আপনারা দেখেছেন এ বছর বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারি পরিচালক পদে আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন ফি বাংলা কিউআরের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী, একীভূত ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার আওতায় ধাপে ধাপে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হবে। এর মধ্যে রয়েছে টেলিকম অপারেটরদের মোবাইল রিচার্জ সেবা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির মতো ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, ট্রেড লাইসেন্স ফি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতন ও ফি, হাসপাতালের চিকিৎসা বিল, এবং পরিবহন টোল। এই সম্প্রসারণের যৌক্তিকতা স্পষ্ট; এগুলো প্রতিটি নাগরিকের নিয়মিত ও পুনরাবৃত্তিমূলক লেনদেন, এবং এই খাতগুলো ডিজিটাল হয়ে গেলে সামগ্রিক ক্যাশলেস ইকোসিস্টেমের পরিধি ও গভীরতা উভয়ই ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন ৭:

প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র বিক্রেতারা প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অভাবে এই হিসাব খুলতে পারছেন না, আর অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়াটিও এখনো পুরোপুরি ডিজিটাল হয়নি। এই অ্যাকাউন্ট ওপেনিং প্রক্রিয়া ১০০% সহজ ও পেপারলেস/ডিজিটাল করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কী ধরনের আইনি বা প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ নিচ্ছে?

বর্তমানে এ ধরনের পার্সোনাল রিটেইল অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ন্যূনতম শর্তাবলি হলো:

- আবেদনকারীকে বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে, বয়স ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব হতে হবে;
- একটি বৈধ জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে; এবং
- তাকে ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র বা প্রান্তিক ব্যবসায়ী হিসেবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা পেশাজীবী সমিতি কর্তৃক চিহ্নিত হতে হবে।

এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সহজ ও ডিজিটাল করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংক-এমএফএস প্রতিষ্ঠানগুলো একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। যেমন প্রথমত, eKYC বা ইলেকট্রনিক নো-ইওর-কাস্টমার ভিত্তিক সম্পূর্ণ অনলাইন অ্যাকাউন্ট খোলার প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ করা হচ্ছে, যেখানে শুধু এনআইডি যাচাই ও একটি সেলফি বা ছবি আপলোডের মাধ্যমেই নিবন্ধন সম্পন্ন করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যাপ্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে মার্চেন্ট অনবোর্ডিং কার্যক্রম জোরদার করেছে, যাতে ব্যবসায়ীরা এ সকল প্রশিক্ষিত এজেন্টের সহায়তায় সহজে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ বাংলা কিউআর লেনদেন গ্রহণে ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও পরামর্শ প্রদান করে; তবে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ডিজিটালি বা এজেন্টের মাধ্যমে অনবোর্ড করা হলেও যথাযথভাবে KYC ও কাস্টমার ভিউ ভিলিজেন্সের বিষয়সমূহ যেমন: ব্যবসায়ির দোকানের অবস্থান, পণ্যের ধরন ইত্যাদি যাচাই করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে মনিটরিং করতে হবে। অন্যথায় বাংলা কিউআর ব্যবহার করে এজেন্টে ক্যাশ আউট ও বেটিং সাইটে লেনদেন বাড়তে পারে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ লেনদেনের অনলাইন মনিটরিং করেও এরূপ অযাচিত লেনদেন রোধ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, দীর্ঘমেয়াদে এই অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া যত দ্রুত ও নির্বিঘ্ন হবে, বাংলা কিউআরে প্রান্তিক খুচরা বিক্রেতাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ততই সুদৃঢ় হবে। এছাড়া, দ্রুত অনবোর্ডিং এর পাশাপাশি এ সকল মার্চেন্টদের নিয়মিত মনিটরিং ও কিউআরসহ অন্যান্য ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহিত করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

প্রশ্ন ৮:

গ্রাহকদের নগদ টাকার লেনদেন থেকে বের করে 'বাংলা কিউআর' ব্যবহারে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারি ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে ঠিক কী ধরনের বিশেষ প্রচারণামূলক বা সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বা নেওয়া যেতে পারে?

বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে আয়োজিত দেশব্যাপী "বাংলা কিউআর ট্রানজেকশন ক্যাম্পেইন"। ২০২৬ সালের ১০ জুন বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে তফসিলি ব্যাংক, এমএফএস, পিএসপি ও পেমেন্ট সিস্টেমস অপারেটরের প্রধান নির্বাহীদের অংশগ্রহণে এই প্রচারণা কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। এই ধরনের শীর্ষ পর্যায়ের সমন্বয় নিশ্চিত করে যে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান; বিশেষত সরকারি ব্যাংকগুলো তাদের নিজস্ব শাখা নেটওয়ার্কে এই প্রচারণা পৌঁছে দিতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আপনারা অবগত আছেন যে, সরকারিসহ সকল ব্যাংককে বাংলা কিউআর ইউনিট গঠন করতে বলা



ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ার যাত্রায় বাংলা কিউআর বিষয়ে আলোচনা করছেন পরিচালক মোঃ শরাফত উল্ল্যাহ খান

পডকাস্টটি দেখতে স্ক্যান করুন

হয়। এ ইউনিট ব্যাংকের শাখা ও উপশাখা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের কিউআর লেনদেন বিষয়ক ট্রেনিং প্রদান করছে। শাখা ও উপশাখার প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণ পরবর্তীতে তাদের গ্রাহক ও মার্চেন্টদের কিউআর বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে, যাতে একজন গ্রামীণ গ্রাহক নিজ চোখে দেখে বুঝতে পারেন কীভাবে এটি কাজ করে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকসমূহের প্রান্তিক পর্যায়ে পরিচালিত এজেন্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করা হচ্ছে।

এছাড়া, স্থানীয় ভাষা ও সহজবোধ্য মাধ্যমে পোস্টার, লিফলেট, স্থানীয় হাটবাজারে মাইকিং, রেডিও ও টেলিভিশন বার্তার মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করা, যা কেবল প্রযুক্তিগত জ্ঞান নয়, বরং আস্থা তৈরির একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রযুক্তিগত দ্বিধা কাটিয়ে ওঠা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি একদিনে হবে না। তাই ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তিমূলক প্রচারণা, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের (যেমন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, স্থানীয় শিক্ষক) সম্পৃক্তকরণ, এবং প্রথমবার ব্যবহারকারীদের জন্য ছোট ছোট প্রণোদনা যেমন প্রথম কয়েকটি লেনদেনে ক্যাশব্যাক বা পুরস্কার; এই ধরনের কৌশল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আস্থা তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন ৯:

স্যার, 'বাংলা কিউআর' বা ডিজিটাল পেমেন্ট বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি অ্যান্ড্রয়েড বা স্মার্টফোনের ছবি। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও প্রান্তিক ব্যবসায়ী বাটন ফোন ব্যবহার করেন। সবার কাছে তো অ্যান্ড্রয়েড ফোন নেই। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কী নতুন কিছু করার কথা ভাবছে?

আপনার প্রশ্নের সরাসরি উত্তরে বলতে চাই; হ্যাঁ, স্মার্টফোনের অপ্রতুলতা নিঃসন্দেহে ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ার পথে একটি বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ বাধা, এবং এটি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। স্মার্টফোনের ব্যবহারকারী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এনবিআর ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার সাথে আলোচনা করেছে। আপনারা জানেন যে, এ বছরের বাজেটে সরকার স্মার্টফোন ও এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশের উপর আরোপিত শুল্ক উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে হ্রাস করেছে। ফলে গ্রাহক পর্যায়ে স্মার্টফোনের দাম অনেকটা কমে আসবে বলে আশা করছি।

এছাড়া স্মার্টফোনের ব্যবহারকারী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক 'বাই নাউ পে লেটার' বা বিএনপিএল জাতীয় ফিনটেক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে। গত ছয় মাসে প্রতিষ্ঠানটি থেকে ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে গ্রাহকগণ প্রায় ছয় লক্ষ নতুন স্মার্টফোন ক্রয় করেছে। এ ঋণের টাকা পরবর্তীতে মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধ করা হবে।

প্রশ্ন ১০:

দেশের সব জায়গায় এখনো নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছায়নি। যেখানে ডাটা কানেকশন দুর্বল বা ইন্টারনেট নেই, সেখানে কি বাংলা কিউআর কাজ করবে? ইন্টারনেট না থাকলেও যেন লেনদেন করা যায়-যেমন অফলাইন পেমেন্ট বা ইউএসএসডি (USSD) প্রযুক্তির মতো কোনো অল্টারনেটিভ সলিউশন নিয়ে কি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করছে?

আপনার প্রশ্নের সরাসরি উত্তরে বলতে চাই, বর্তমানে দুর্বল ইন্টারনেট সংযোগ বা সম্পূর্ণ ইন্টারনেটবিহীন এলাকায় বাংলা কিউআরের ব্যবহার কিছুটা সীমিত। তবে এ সীমাবদ্ধতা দূর করতে

বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এবং মোবাইল ফোন অপারেটরদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট সেবার মান ও কভারেজ উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এর পাশাপাশি, ইন্টারনেট ডাটা প্যাকেজ ছাড়াই যাতে গ্রাহকরা ব্যাংক বা এমএফএসের অ্যাপ ব্যবহার করে বাংলা কিউআরভিত্তিক লেনদেন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিটিআরসি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে একটি প্রযুক্তিগত সমাধান বাস্তবায়নের বিষয়ে কাজ করছে। আমাদের প্রত্যাশা, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে গ্রাহকরা সক্রিয় ডাটা প্যাকেজ ছাড়াই আরও সহজে ডিজিটাল পেমেন্ট সেবা ব্যবহার করতে পারবেন। এর ফলে বাংলা কিউআরের ব্যবহার আরও বিস্তৃত হবে এবং দেশের ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত হবে।

আমরা আশা করছি, সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সহযোগিতায় ইন্টারনেট-নির্ভরতার এই সীমাবদ্ধতা পর্যায়ক্রমে দূর করা সম্ভব হবে। তখন শুধু শহরাঞ্চল নয়, দেশের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীও সহজে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার আওতায় আসতে পারবেন। আমাদের লক্ষ্য হলো এমন একটি সত্যিকারের সর্বজনীন ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ে তোলা, যেখানে প্রযুক্তিগত বা ভৌগোলিক কোনো সীমাবদ্ধতার কারণে কেউ পিছিয়ে থাকবে না এবং দেশের প্রতিটি নাগরিক ডিজিটাল আর্থিক সেবার পূর্ণ সুফল ভোগ করতে পারবেন।

প্রশ্ন ১১:

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষুদ্র মার্চেন্টের চার্জে ভর্তুকি দিতে একটি তহবিল গঠনের কথা ভাবছে। এটি কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে? এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো গাইডলাইন বা নীতিমালা আসছে কি? আর এর আওতায় কি কি সুবিধা পাবেন মার্চেন্ট-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা?

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য হলো–ডিজিটাল পেমেন্টকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, যেখানে একজন ক্ষুদ্র দোকানদার বা প্রান্তিক ব্যবসায়ীর জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণ করা নগদ অর্থ গ্রহণের চেয়ে কোনো অংশে কম সুবিধাজনক না হয়।

এ কারণেই বাংলাদেশ ব্যাংক এমন একটি মডেল বিবেচনা করছে, যেখানে ক্ষুদ্র মার্চেন্টদের জন্য MDR শূন্য থাকবে, কিন্তু সেই ব্যয়ের একটি অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ একটি বিশেষ ভর্তুকি তহবিলের মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে। অর্থাৎ মার্চেন্টকে কোনো চার্জ দিতে হবে না, আবার সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের যৌক্তিক ব্যয় পুনরুদ্ধার করতে পারবে। এতে একদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণে উৎসাহিত হবেন, অন্যদিকে পুরো পেমেন্ট ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার–ব্যাংক, এমএফএস, পিএসপি, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার সঙ্গে সম্ভাব্য অর্থায়ন কাঠামো, যোগ্য মার্চেন্ট নির্ধারণ, ভর্তুকি বিতরণ পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় নীতিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। বর্তমানে বিষয়টি নীতিগত পর্যালোচনার পর্যায়ে রয়েছে। এখনো কোনো চূড়ান্ত গাইডলাইন বা নীতিমালা জারি হয়নি। তবে আমাদের লক্ষ্য হলো একটি স্বচ্ছ, টেকসই এবং লক্ষ্যভিত্তিক কাঠামো তৈরি করা, যাতে প্রকৃত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাই এই সুবিধা পান এবং সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

প্রশ্ন ১২:

ডিজিটাল লেনদেন বাড়ার সাথে সাথে প্রতারণা বা সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকিও একটা বড় দুশ্চিন্তার জায়গা। বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রাহক সুরক্ষা ও সাইবার নিরাপত্তায় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ?

খুবই সময়োপযোগী একটি প্রশ্ন। আসলে ডিজিটাল লেনদেন যত বাড়বে, সাইবার ঝুঁকি ও প্রতারণার চেষ্টাও তত বাড়বে–এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা বিশ্বের বাস্তবতা। তাই এ বিষয়ে মানুষের উদ্বেগ একেবারেই স্বাভাবিক। তবে আশার কথা হলো, Bangla QR আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মান অনুসরণ করেই পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রতিটি লেনদেন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা এমএফএস প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ অবকাঠামোর মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়।

নিরাপত্তার বিষয়টি আমি সহজভাবে পাঁচটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে চাই।

প্রথমত, মার্চেন্ট যাচাইকরণ। কোনো ব্যবসায়ীকে Bangla QR দেওয়ার আগে তার পরিচয়, ব্যবসার বৈধতা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব যথাযথভাবে যাচাই করা হয়। ফলে ভুয়া বা প্রতারণামূলক ব্যবসায়ীদের এই ব্যবস্থায় প্রবেশের সুযোগ অনেকটাই কমে যায়।

দ্বিতীয়ত, রিয়েল-টাইম লেনদেন পর্যবেক্ষণ। ব্যাংক ও এমএফএস প্রতিষ্ঠানগুলো সার্বক্ষণিকভাবে লেনদেন পর্যবেক্ষণ করে। কোনো অ্যাকাউন্টে হঠাৎ অস্বাভাবিক পরিমাণ লেনদেন বা সন্দেহজনক কার্যক্রম দেখা গেলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, তথ্যের নিরাপত্তা। লেনদেনের সময় গ্রাহকের সংবেদনশীল তথ্য নিরাপদ এনক্রিপশনের মাধ্যমে আদান-প্রদান হয়। ফলে তথ্য চুরি বা অপব্যবহারের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়।

চতুর্থত, নিয়মিত নিরাপত্তা তদারকি। বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিতভাবে ব্যাংক, এমএফএস ও পেমেন্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে, যাতে নিরাপত্তার মান সবসময় বজায় থাকে।

তবে আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গ্রাহকের সচেতনতা। ভুয়া কিউআর কোড, ফিশিং এসএমএস, প্রতারণামূলক ফোনকল কিংবা ওটিপি বা পিন শেয়ার করার মতো ভুল থেকেই অধিকাংশ প্রতারণার ঘটনা ঘটে। তাই আর্থিক সাক্ষরতা এবং সাইবার সচেতনতা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ভবিষ্যতেও তা আরও জোরদার করা হবে।

প্রশ্ন ১৩:

ক্যাশলেস বা বাংলা কিউআর বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে এর কি কি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে?

বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব হলো দেশের জন্য একটি নিরাপদ, দক্ষ, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পেমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলা। Bangla QR সেই বৃহত্তর লক্ষ্য বাস্তবায়নেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ক্যাশলেস লেনদেনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এটি পুরো অর্থনীতিকে আরও গতিশীল ও স্বচ্ছ করে তোলে। বর্তমানে নগদ টাকা ছাপানো, পরিবহন, সংরক্ষণ, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পুরোনো নোট পরিবর্তন করতে প্রতিবছর বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। ডিজিটাল লেনদেনের পরিমাণ যত বাড়বে, এই ব্যয় তত কমবে।

ডিজিটাল লেনদেন অর্থনীতিতে স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি করে। প্রতিটি লেনদেনের একটি নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল রেকর্ড তৈরি হয়, যা ব্যবসা পরিচালনা, হিসাব-নিকাশ এবং সরকারি সেবা প্রদানে আরও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। একই সঙ্গে এটি নীতিনির্ধারকদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আরও নির্ভুল তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তি। একজন ক্ষুদ্র দোকানদার, কৃষক, রিকশাচালক বা গ্রামীণ উদ্যোক্তা যখন ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণ শুরু করেন, তখন তিনি ধীরে ধীরে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। এর ফলে ভবিষ্যতে তার লেনদেনের ইতিহাসের ভিত্তিতে ঋণ, বীমা, সঞ্চয় বা অন্যান্য আর্থিক সেবা পাওয়ার সুযোগও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, ডিজিটাল পেমেন্ট কেবল অর্থ আদান-প্রদানের মাধ্যম নয়; এটি আর্থিক ক্ষমতায়নেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

ব্যবসায়ীদের জন্যও এর সুবিধা অনেক। নগদ অর্থ বহনের ঝুঁকি কমে, খুচরা টাকার সমস্যা থাকে না, দিনের লেনদেনের হিসাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হয় এবং অর্থ দ্রুত ব্যাংক হিসাবে জমা হয়। এতে ব্যবসা পরিচালনা আরও সহজ, নিরাপদ ও কার্যকর হয়। সবশেষে আমি বলতে চাই, ক্যাশলেস অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্য শুধু প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ানো নয়; বরং এমন একটি অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে লেনদেন হবে দ্রুত, নিরাপদ, স্বচ্ছ এবং সবার জন্য সহজলভ্য।

বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্য কোনো বাণিজ্যিক লাভ অর্জন করা নয়; আমাদের লক্ষ্য হলো এমন একটি আধুনিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পেমেন্ট ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা, যা দেশের উৎপাদনশীলতা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও গতিশীল করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সন্তানেরা

২০২৬ সালে এসএসসি জিপিএ-৫

আদৃতা ইসলাম
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ
(বিজ্ঞান)



মাতা: সাদিয়া শারমিন
পিতা: মোঃ আরিফুল ইসলাম (আরিফ)
(অতিরিক্ত পরিচালক, বিআরপিডি-১, প্র.কা)

আবদুল্লাহ সা'দ
এস ও এস হারম্যান মেইনার স্কুল অ্যান্ড কলেজ
(বিজ্ঞান)



মাতা: তাহমিদা জামান
(অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএমডি, প্র.কা)
পিতা: মোহাম্মদ খালেদ মোশারক
(অতিরিক্ত পরিচালক, এসএমইএন্ডএসপিডি, প্র.কা)

আদিবা ইবনাত
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
(বিজ্ঞান)



মাতা: নুরজাহান পারভীন
(যুগ্ম পরিচালক, ইএমডি-২, প্র.কা)
পিতা: মোঃ আরেফুর রহমান

মোঃ এহতামাদ হাসান
মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
(বিজ্ঞান)



মাতা: হোসনে আরা
(যুগ্ম পরিচালক, বিএসডি-৮, প্র.কা)
পিতা: এমদাদ হোসেন

মোসাঃ সানজিদা আক্তার
বাংলাদেশ ব্যাংক হাই স্কুল
(বিজ্ঞান)



মাতা: মোসাঃ রহিমা বেগম
পিতা: মোঃ আবুল কালাম আজাদ
(মেকানিকাল ইঞ্জিঃ, সিএসডি-২, প্র.কা)

তাসফিয়া ফিরোজ নেহা
তামিরুল মিল্লাত মহিলা কামিল মাদরাসা
(বিজ্ঞান)



মাতা: তনুজা বেগম দিপা
পিতা: মোঃ ফিরোজ মাহমুদ
(কেয়ারটেকার-২য় মান (ক্যাশ), সদরঘাট অফিস)

নাশরাহ সাফিনা রাইনা
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
(বিজ্ঞান) (ইংলিশ ভার্সন)



মাতা: শাহানাজ পারভীন
পিতা: মোঃ রাশেদুল ইসলাম
(অতিরিক্ত পরিচালক, বিএসডি-৯, প্র.কা)

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা-২০২৫ ঃ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি

শুভাশীষ দেবনাথ
সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
(বিজ্ঞান)



মাতা: সাথী রানী সরকার
পিতা: উত্তম কুমার দেবনাথ
(উপসহকারী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক-২০ মহোদয়ের শাখা, প্র.কা)

শোক সংবাদ

তানভীর হোসেইন শুভ



অতিরিক্ত পরিচালক
জন্ম: ২৭/৯/১৯৮১
ব্যাংকে যোগদান: ১/১২/২০০৮
মৃত্যু: ২/৬/২০২৬

মোখলেছুর রহমান



যুগ্ম পরিচালক (পিআরএল)
জন্ম: ৩০/১০/১৯৬৬
ব্যাংকে যোগদান: ১৫/৫/১৯৯৩
মৃত্যু: ৫/৭/২০২৬

এ, কে, এম নজরুল ইসলাম



সুপারভাইজার
জন্ম: ২৫/৯/১৯৬৭
ব্যাংকে যোগদান: ৪/১০/১৯৯০
মৃত্যু: ৮/৭/২০২৬



ইএমডি-২ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-২ এর পরিচালক মোঃ ফয়েজ আহমেদের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নির্বাহী পরিচালক মোঃ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

পরিসংখ্যান বিভাগে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক খায়রুল ইসলাম খন্দকারের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক (পরিসংখ্যান) শবনম শিরিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আনিছুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।





আইন বিভাগে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের আইন বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মোঃ মাহাবুল আলমের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক উত্তম কুমার মোদকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য আইন কর্মকর্তা আবু মোঃ আমিমুল এহসান। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিদের ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

বিএসডি-১ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক সুপারভিশন ডিপার্টমেন্ট-১ এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ আব্দুল হান্নানের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত পরিচালক এ, কে, এম ফয়জুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক অসীম কুমার চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।



মতিঝিল অফিসে বিদায় সংবর্ধনা



বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের পরিচালক (ক্যাশ) সৈয়দা নাসিমা আক্তার, অতিরিক্ত পরিচালক ফরিদা বেগম-২, অতিরিক্ত পরিচালক (ক্যাশ) এম. এম. হায়দার আলী, যুগ্ম পরিচালক মনোয়ারা বেগম, যুগ্ম পরিচালক (ক্যাশ) মোঃ আবু মাসুম সিদ্দিকীর অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্যোগে ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (ক্যাশ) মোঃ মতিউর রহমান-১২ এর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক আমজাদ হোসেন খান ও নির্বাহী পরিচালক (কারেন্সী) আমীনুল ইসলাম আকন্দ। অনুষ্ঠান বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট, ফুল ও উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়।

বগুড়া অফিসে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের সুপারভাইজার জনাব শ্রী বাদল হরিজনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে ১৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে এক বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক (প্রশাসন) সরদার আল এমরানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (পরিদর্শন) শবরী ইসলাম, পরিচালক (ব্যাংকিং) খায়রুল আলম চৌধুরী টুটুল। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট, ফুল ও উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়।



সিএসডি-১ এ বিদায় সংবর্ধনা



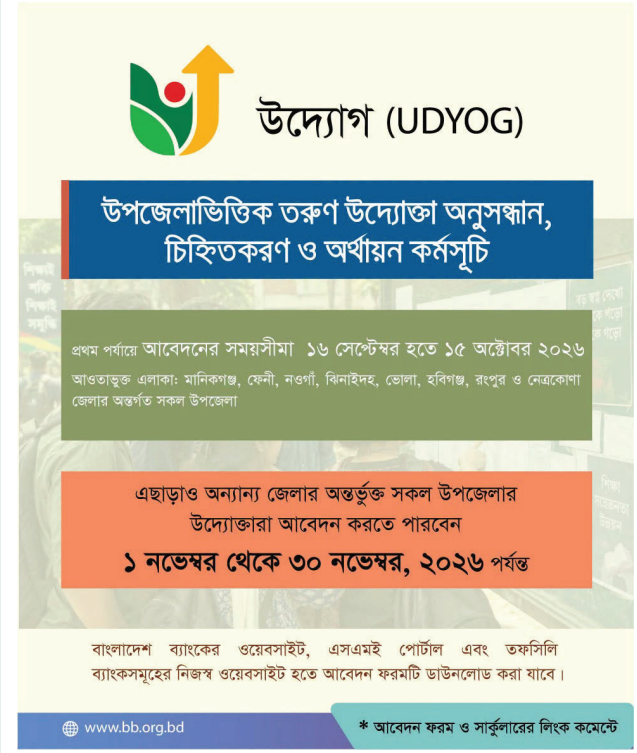
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর অতিরিক্ত পরিচালক শহীদুল ইসলাম-৩, স্বপন কুমার রায়, যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ তাহের আলী এবং ফোরম্যান মোঃ আইয়ুব আলী, মোঃ মোশাররফ হোসেন (মানিক) ও মোঃ এনামুল হকের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক স্বপন কুমার গোস্বামীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ মাহবুব উল হক ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ মজিবুর রহমান, পরিচালক মোঃ তফাজ্জল হোসেন, কালিশংকর কর্মকার ও সুধাংশু কুমার সরকার। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিদের ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।

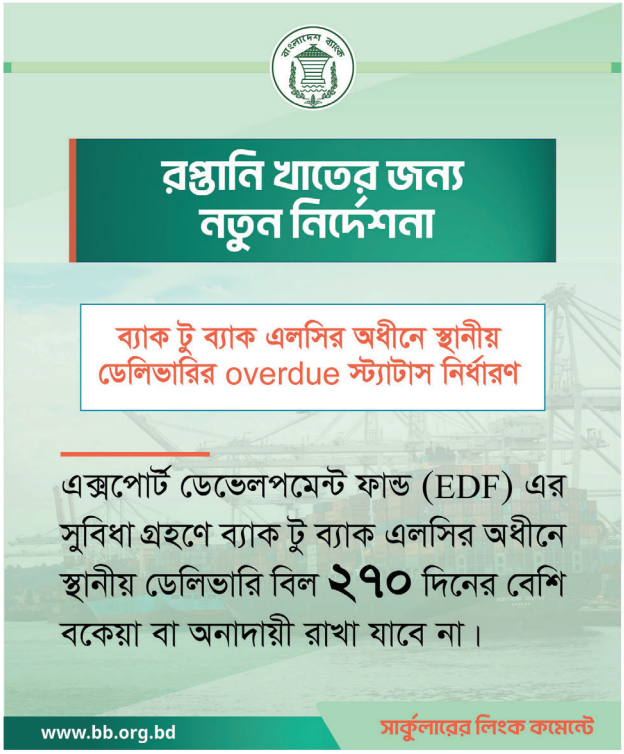
সিএসডি-১ এ বিদায় সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর ফোরম্যান মোঃ মহুবর হোসেনের অবসর উত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে ৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিচালক স্বপন কুমারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ মাহবুব উল হক। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথিকে ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করা হয়।



সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক





বাংলাদেশ ব্যাংক ফেসবুক পেইজে সাম্প্রতিক সার্কুলার নিয়ে পোস্ট

PODCAST



ক্যাশলেস বাংলাদেশ গড়ার যাত্রায় 'বাংলা কিউআর' যেভাবে লেনদেনের চিত্রটাই বদলে দিচ্ছে!

পডকাস্টটি দেখতে স্ক্যান করুন



উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র সৃষ্টিতে ৩ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্রণোদনা

পডকাস্টটি দেখতে স্ক্যান করুন

বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসিয়াল Facebook পেইজ এবং Youtube চ্যানেলসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সকল কার্যক্রম ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিসিপি) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলার, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, তথ্য, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অফিসিয়াল একাউন্টসমূহে আপলোড করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের Facebook পেইজ Like / Follow এবং Youtube চ্যানেল Subscribe করার জন্য ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

https://www.facebook.com/BangladeshBankOfficial এবং
https://www.youtube.com/@bangladeshbankofficial

এছাড়া, উক্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংশ্লিষ্ট প্রচারযোগ্য তথ্য ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সে প্রেরণের জন্য ব্যাংকের সকল বিভাগ ও অফিসসমূহকে অনুরোধ করা হলো।

Youtube চ্যানেলটি ভিজিট করতে স্ক্যান করুন

Facebook পেইজটি ভিজিট করতে স্ক্যান করুন

অনুরোধক্রমে: ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিসিপি)

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর পরিচালক (এক্স-ক্যাডার প্রকাশনা) সাঈদা খানম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন: ৯৫৩০৩০০; ই-মেইল : sayeda.khanam@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে: জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ৪১-৪২, ইসলামপুর রোড (আদেল কমপ্লেক্স), ঢাকা-১১০০।